লজিক্যাল মাইন্ড

মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

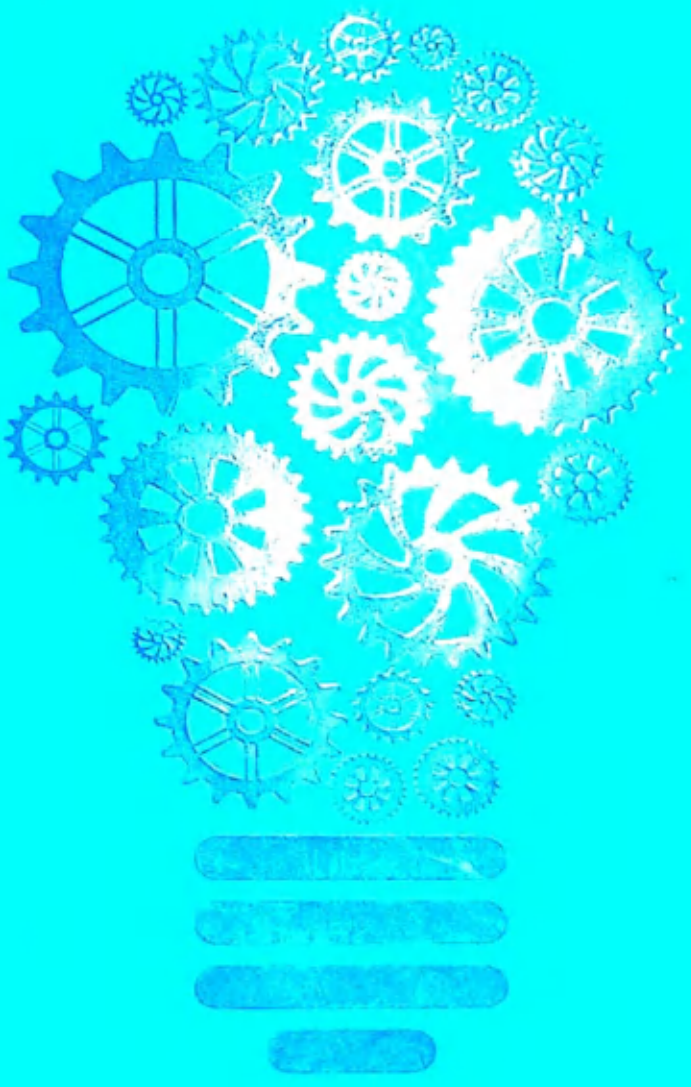

LOGICAL MIND

নবীন

লজিক্যাল মাইন্ড

মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

সম্পাদনায়
সালিম আব্দুল্লাহ

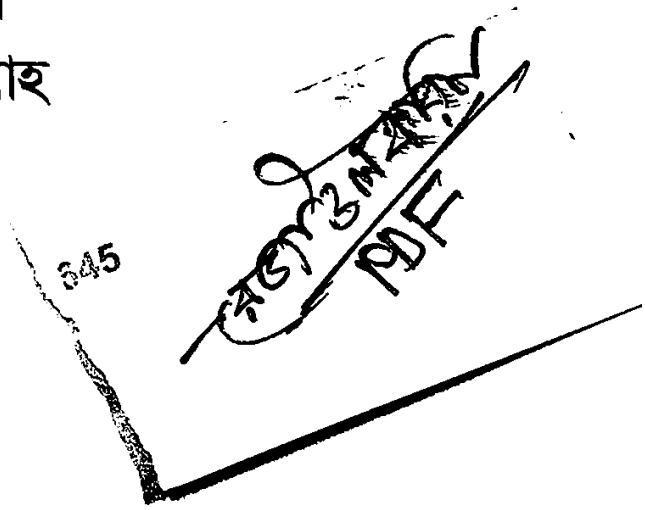

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুন নববী

প্রকাশনায়
নবীন প্রকাশন
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
☎ ০১৮৭৫-৭১৮৬৫৬, ০১৩০৯-৮২০২১৮
facebook.com/page/nobinprokashon

লজিক্যাল মাইন্ড

মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০২১ইং
প্রকাশক
হাফেজ মাওলানা আজিজুর রহমান
সম্পাদনা
সালিম আব্দুল্লাহ

প্রকাশনায়
নবীন প্রকাশন
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
☏ ০১৮৭৫-৭১৮৬৫৬, ০১৩০৯-৮২০২১৮

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
daraz.bd.com
sijdah.com
wafilife.com
amaderboi.com
boikendro.com
jazabor.com

মূল্য ঃ ২০০/= টাকা মাত্র

উৎসর্জন

যার আদর-শাসন ও জায়নামাজের চোখের পানি আমাদের এ পর্যন্ত আসার অন্যতম পাথেয়। যিনি একই সাথে আমাদের উস্তাদ, মুরব্বী ও প্রিয় নানাজান **হাফেজ মাওলানা আবুল বাশার দা.বা.**

হে আল্লাহ! আপনি প্রিয় নানাজানের কর্মময় নেক হায়াতকে বৃদ্ধি করে দিন।

অর্পণ

প্রিয় উস্তাদজী ***মুফতি মাসউদুর রহমান কাসেমি দা.বা.*** এর বরকতময় হাতে। যার সোহবতে একযুগ থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার যিনি আমাকে তাওফীক দিয়েছেন কলম হাতে কিছু লিখার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার তাওফীক ছাড়া একটি অক্ষরও লিখা আমার জন্য সম্ভব ছিলো না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা মানুষকে এমন এক বিশেষ নেয়ামত দান করেছেন, যা অন্য কোনো প্রাণীকে দেন নাই। সেটি হলো– মানুষের বিবেক। বিবেকের কারণেই মানুষ সমস্ত মাখলুকের উপর শ্রেষ্ঠ। বিবেকের এক বিশেষ দাবী হলো– চিন্তা করা, ফিকির করা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সৃষ্টি নিয়ে ভাবা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা মানুষদেরকে সম্বোধন করে বারবার চিন্তাভাবনার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, উৎসাহ প্রদান করেছেন।

বিবেকের অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় হলো– লজিক বা যুক্তি। অনেক ক্ষেত্রে সহজ একটা বিষয়কেও বিবেক মেনে নিতে চায় না; কিন্তু যখন তার সামনে লজিক উপস্থাপন করা হয়, তখন সে সহজেই মেনে নেয়। ত্যাঁড়ামির কারণে মেনে না নিলেও চুপ থাকতে বাধ্য হয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা নিজের একত্ব, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে গিয়ে মুশরিকদেরকে বহু যুক্তি ও লজিক দিয়েছেন। সুতরাং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না– যুক্তি বা লজিক দিয়ে কোনো

ভালো বিষয়কে সহজে উপস্থাপন করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার এক অন্যতম সুন্নাহ। সেই সুন্নাহ অনুসরণ করেই কয়েকটি লজিক্যাল গল্পের মাধ্যমে সহজে বোধগম্য করা হয়েছে দীন-ইসলামের বহু বিষয়। দুই মলাটে আবদ্ধ সেই গল্পগুলোর সমষ্টিই 'লজিক্যাল মাইন্ড'।

মুফতি মাসউদুর রহমান কাসেমী দা.বা. আমার সব'চে কাছের ও প্রিয় একজন উস্তাদ। তিনি সুবাসিত পুষ্প হয়ে দ্বীনি ইলমের সুঘ্রাণ বিলিয়ে যাচ্ছেন, আর ইলম পিপাসুরা ভ্রমর হয়ে অহর্নিশ তা আহরণ করে চলছেন। প্রায় এক যুগ প্রিয় উস্তাদের সোহবতে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তিনি বিভিন্ন সময়ে আমাদেরকে উপদেশ মূলক কথা বলার ক্ষেত্রে নানাধরণের লজিক ব্যবহার করতেন। ছাত্র থাকাকালীন সময়ে উস্তাদজীর সেই লজিকের সমুদ্র থেকে কিঞ্চিত জমা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো, আলহামদুলিল্লাহ।

লজিক্যাল মাইন্ডের লজিকগুলো আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান যা ভালো মনে করেছে তাই আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়েছে। লজিকগুলো অত্যন্ত হৃদয় ছোঁয়া ও শিক্ষণীয় বলে মনে করছি। আশা করি, এতে আপনাদের যথেষ্ট পরিমাণ উপকার হবে, আর এতেই আমার শ্রম সাধনা সার্থক হবে।

বইটির সাথে যারা যেভাবে সম্পৃক্ত; সবাইকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা যথাযথ প্রতিদান দিন। বিশেষ করে বড় ভাইয়া আব্দুল্লাহ কামাল, প্রিয় মামা ওয়ালীউল্লাহ খান ও সম্পাদক সালিম আব্দুল্লাহ ভাইয়ের কথা না বললেই নয়; তারা সর্বাবস্থায় আমার জন্য বিচলিত থাকেন, আমার কাজে সহযোগিতা করেন। সর্বোপরি যে যেখান থেকে দীনের কাজ করছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাদের সবাইকে কবুল করুন এবং তাদের কাজের উত্তম বদলা দিন। আমিন। ছুম্মা আমিন।

অবশেষে আমার লেখায় কোনো ভুল থাকলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ থাকবে এবং আমাকে অবহিত করলে পরবর্তী মুদ্রণে তা শুধরে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করা হবে, ইন শা আল্লাহ।

পাঠকের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, এই বইটি যদি আপনার সামান্য উপকারে আসে, যদি আপনাকে সামান্য পরিমাণ ভাবনার খোরাক দেয়, তাহলে দয়া করে বইটিকে আপনার নিকট রেখে দিবেন না। আপনার প্রিয়

মানুষটি, যার মধ্যেও আপনি চান যে, এই ভাবনার উদয় হোক, তার বরাবর বইটি হস্তান্তর করে দিবেন। আর অবশ্যই আপনার সালাতে, মুনাজাতে এই অধম বান্দাকে স্মরণ রাখবেন। ওমা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা
Saifullahdhaka182@gmail.com

ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়ে বইয়ের পিডিএফ পেতে নিচের লিংকে ক্লিক করে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হোন 👇

https://t.me/islaMic_fdf

সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা অবিনশ্বর এক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার। যিনি বিশ্বজগতের অধিপতি। সারা জাহানের মহান মালিক। শান্তি বর্ষিত হোক নবিকুল শিরোমনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। যিনি এ ধরাতে আগমন করেছেন রহমত হয়ে। যার অনুসরণ আমাদেরকে পৌঁছে দেয় জীবনের চুড়ান্ত লক্ষ্যে।

পরকথা–

মানুষ সহজতা পছন্দ করে। দুর্বোধ্য ও কঠিন বিষয় এড়িয়ে চলে। সেটা যে কোনো ক্ষেত্রেই হতে পারে। যেমন– কথা, কাজ, আলাপন, লেনদেন এমনকি পথ দিয়ে চলতে গেলেও মানুষ আঁকাবাঁকা পথ এড়িয়ে সহজ পথে চলে। এটা মানুষের স্বভাব। এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ইসলামের পরিচয় দিয়েছেন 'সরল পথ' বলে। এরশাদ হয়েছে– 'এটাই (ইসলামই) আমার দিকে আনয়নকারী সরল পথ'।[১] যাতে মানুষ ইসলাম জানতে গিয়ে পিছুপা না হয়। তাদের মস্তিষ্ক যেনো শুরুতেই বুঝে নিতে পারে– দুর্বোধ্যতা থেকে মুক্ত সহজ এক মিল্লাতের নাম-ই ইসলাম।

বক্ষমান বইটির গ্রন্থকার সেই সহজতার অনুসরণ করেছেন। দীনের মৌলিক বিষয়গুলো ফুঁটিয়ে তুলেছেন সাবলীল ভাষায়। স্বল্প কথায় বুঝিয়ে দিয়েছেন ইসলামের সৌন্দর্য। প্রতিটি গল্প উপস্থাপন করেছেন লজিক দিয়ে, যুক্তির মাধুরী মিশিয়ে। যে লজিক বা যুক্তি মূলত দু'জাহানের

---

১. সুরা আল-হিজর, আয়াত: ৪১

সরদার মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি সুন্নাহ।

হাদিসগ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক সময় সাহাবিগনকে দীন বুঝাতে গিয়ে যুক্তি ব্যবহার করতেন। যেমন– একবার নামাজের উপকারিতা বুঝাতে গিয়ে বলেন, 'আচ্ছা বলো তো, যদি তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় একটি নহর থাকে, সেখানে যদি দৈনিক সে পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোনও প্রকার ময়লা অবশিষ্ট থাকবে'?

সাহাবিরা আরজ করেন,

'না, তার শরীরে কোনও প্রকার ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না'।

নবিজি বলেন,

'ঠিক অনুরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। এগুলোর মাধ্যমেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা মুসল্লির সব ধরণের গোনাহ মোচন করেন'।[২]

লজিক দিয়ে বলার অন্যতম কারণ হলো– মানুষ যেনো আলোচ্য বিষয় সহজেই বুঝতে পারে এবং হৃদয়ের গহীনে ও মস্তিষ্কের গভীরে যেনো তা বদ্ধমূল করে নেয়। যে কারণে দেখা যায়, বক্তা কোনো বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে চাইলে অথবা শ্রোতারা কোনো আলোচনা সহজে বুঝতে না পারলে তিনি উদাহরণ এবং যুক্তির আশ্রয় নেন। যারফলে বক্তার আলোচনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য শ্রোতারা খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারে এবং দীর্ঘকাল সেটা মনেও রাখে। গ্রন্থকার সেই চেষ্টাই করেছেন। পাঠকের মননে প্রোথিত করতে চেয়েছেন দীনের মৌলিক বিষয় ও তার মনোহরী সৌন্দর্য। আমার মনে হয় তিনি সফলও হয়েছেন; বিফলে যাননি। কারণ বইটির পাণ্ডুলিপি পড়ার সময় ভেবেছিলাম, ধীরেসুস্থে পড়ে শেষ করবো;

---

২ ফাতহুল বারি শারহু সাহিহিল বুখারি, হাদিস: ৫০৫, ২/১৪

কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার ইচ্ছায় বইটি শুরু করার পর শেষ না করে উঠতে পারিনি। এখনও বইটির প্রায় প্রতিটি গল্প মানসপটে দেদীপ্যমান। কারণ হিসেবে বলতেই হয় যে, বইটির প্রাঞ্জল ভাষা আর যথোপযুক্ত যুক্তি। আশা করি এই আকর্ষণ পাঠকমহলকেও ছুঁয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

সালিম আব্দুল্লাহ
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।
উস্তাদঃ দারুস সালাম মাদরাসা, মধুবাগ,
দক্ষিণখান, ঢাকা-১২৩০

https://t.me/islaMic_fdf

প্রকাশকের কথা

জ্ঞানের পরিধি বাড়ছে, বাড়ছে জীবনধারণের উপায়-উপকরণসহ সবকিছু। শুধু স্থবির হয়ে আছে আমাদের ঈমান আর আমল। এই স্থবিরতা দীর্ঘায়িত হতে হতে আজ তা নিঃশেষ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে।

হবেই-বা না কেন! আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের অনেক বড় একটা অংশ ইসলামের বিধি-বিধানগুলোকে ভুলে বসে আছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কেনো আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, কোন যুক্তিতে তিনি আমাদেরকে নিয়মিত রিযিক দিচ্ছেন, সুস্থ-সবল অবস্থায় প্রতিটি সকাল আমাদেরকে কীভাবে অতিবাহিত করার তৌফিক দিচ্ছেন- আমরা তা জেনেও না জানার ভান করে আছি কিংবা ভুলে আছি।

তরুণ লেখক মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ উম্মাহর এই বেহাল দশা কাটিয়ে তোলার প্রয়াস নিয়ে লজিক বা যুক্তির মাধ্যমে হৃদয়ের গহীন থেকে কিছু কথা উৎসর্গ করেছেন। মূলত বইটিতে লেখকের অন্তর্নিহিত ভালোবাসাময় যে আবেগ ফুটে উঠেছে, তার যথাযথ মূল্যয়ন করতেই নবীন প্রকাশনীর এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

বইটির আদিঅন্ত খুব সুক্ষ্মভাবে দেখা হয়েছে। প্রতিটি পাতায়, প্রতিটি পৃষ্ঠায় অনেক সময় দেওয়া হয়েছে। তবুও ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারণ, একমাত্র কুরআন ছাড়া কোনো কিতাব-ই ভুলের উর্ধ্বে নয়। এজন্য পাঠকদের কাছে নিবেদন– কোথাও কোনো অসংগতি পরিলক্ষিত হলে যেনো তারা নবীন প্রকাশনীকে অথবা লেখককে জানিয়ে বাধিত করেন। পরবর্তী এডিশনে আমরা তা শুদ্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করবো। ইন শা আল্লাহ।

পরিশেষে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে, বক্ষমান গ্রন্থটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদের নগন্য এই প্রয়াসকে কবুল করুন। তাঁর দরবারে আশা, তিনি এর লেখক, প্রকাশক ও পাঠকবৃন্দকে দুনিয়ার সরল পথে পরিচালিত করবেন এবং পরকালে অফুরন্ত নেয়ামতের জান্নাত দান করবেন। আমীন।

বিনীত
হাফেজ মাওলানা আজিজুর রহমান
পরিচালকঃ নবীন প্রকাশন

লেখক পরিচিতি

মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ। পিতা: ডাঃ সালাহউদ্দিন।
জন্মেছেন ঢাকার কেরাণীগঞ্জে।
শিক্ষায় হাতেখড়ি মুন্সীগঞ্জের সুপ্রাচীন মাদরাসা সৈয়দপুর জামিয়া এমদাদিয়ায়। ২০১২ সালে হিফজ সমাপণ করে এখানেই অধ্যায়নরত ছিলেন দীর্ঘদিন। অতঃপর উন্নত তাহযীব, তামাদ্দুন ও শিক্ষালাভের প্রত্যাশায় মরহুম আল্লামা নুর হোসাইন ক্বাসেমী রহ: এর নিকট জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা মাদরাসায় দাখেলা নেন। অদ্যবধি এখানেই শিক্ষারত আছেন। লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেছেন অল্প ক'দিন হলো। সমাজের উপেক্ষিত জনগোষ্ঠি পথপাগলদের নিয়ে তার লিখিত সামাজিক উপন্যাস 'ব্লাক লাইফ' সারাদেশে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। পাঠকদের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আর উদ্দীপক শব্দমালাগুলো তাকে নতুনভাবে উৎসাহিত করেছে। সে ভালোবাসাকে পাথেয় করে তিনি তরুণদের ভালোবাসার প্লাটফর্ম 'স্বপ্নধনু' এর নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে কাজ করে আসছেন। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি চমৎকার কিছু ভাবাবেগ নথিবদ্ধ করেছেন। সেগুলোকেই এবার মলাটবদ্ধকরে 'লজিক্যাল মাইন্ড' নামে মোড়ক উন্মোচন করার প্রয়াস।
যদি অগ্রজনদের নেকদোয়া, সহযোগীতা ও সহমর্মিতা তার সঙ্গী হয় তাহলে এ পথে আরো বহুদূর পথচলার ইচ্ছে তার রয়েছে। আল্লাহপাক তাকে কবুল করুন এবং তার লিখিত পুস্তিকাগুলোকে লেখক, পাঠক, প্রকাশক ও পরিবেশক সকলের জন্য নাজাতের জরীয়া বানান। আমীন।

ওয়ালীউল্লাহ খান
আল মাদ্রাসাতুল ইসলামিয়া দারুত তালিম ওয়াত তারবিয়া,
কোনাখোলা, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

যেভাবে সাজানো

১. গুলুমুলু পিচ্চি বাচ্চাটা /১৯
২. মাকড়ের ষড়যন্ত্র /২১
৩. ভুল করেও ভুল পথে যাই না /২৩
৪. বিবি সাহেবার লিস্টি /২৫
৫. অতিভোজন কুলক্ষণ /২৭
৬. সত্য সমাগত মিথ্যা বিতাড়িত /৩১
৭. আমাদের ক্রিয়েটিভিটি /৩৩
৮. স্কুলে বাচ্চাদের প্যারেড /৩৭
৯. দৃষ্টির ভিন্নতা /৪৫
১০. প্রশান্ত হৃদয় /৪৭
১১. সারাক্ষণ উপার্জন হোক /৫১
১২. পাতি মাস্তান থেকে বাঁচার উপায় /৫৫
১৩. চেয়ারম্যান বাড়ির ল্যাম্পপোস্ট /৫৯
১৪. ভালোবাসার ফ্রেম /৬২
১৫. বাচ্চারা দোষ করলেও আনন্দ লাগে /৬৫
১৬. অটোর গতি /৬৯
১৭. রান্নাঘরের ধোঁয়া /৭৪
১৮. শীতের আনন্দ পা ঢেকে রাখা /৮২
১৯. যার চেহারা সুন্দর তার প্রতি সবার নজর /৮৫
২০. তসবীহ'য়ের দানা /৯১

গুলুমুলু পিচ্চি বাচ্চাটা

আমাদের সবার বাসায় পিচ্চি বাচ্চা আছে। হোক আমাদের ছেলে, ছোট ভাই কিংবা ভাতিজা। আমরা দিনশেষে বাসায় ফেরার পর যখনই এই পিচ্চি গুলুমুলু বাচ্চাটাকে দেখি, তখনই একটু খোঁচা দেই নয়তো গাল টেনে দেই কিংবা চিমটি কাটি। এসব কিছু কী জন্য? নিশ্চয়-ই ওর সাথে মজা করার জন্য। এরপর গুলুমুলু পিচ্চিটা যখন কেঁদে দেয়, তখন আমরা তাকে কোলে তুলে দোকানে নিয়ে যাই। মিমি চকলেট কিনে দেই। আদর করে ওর কান্না থামানোর চেষ্টা করি।

আচ্ছা এই পিচ্চিটাকে কাঁদানোর মাঝে আমাদের সার্থকতা কী? এখানে আমাদের কোনো সার্থ নেই বরং বাচ্চা হাসুক কাঁদুক তারপর আমাদের কাছে মজা খেতে চাক, এটাই আমরা কামনা করি। কারণ গুলুমুলু এই পিচ্চিটা যখন আমাদের কাছে মজা চায়, তখন তাকে সেই মজা কিনে দেয়ার আনন্দঘন মুহূর্ত অন্য কেউ উপলব্ধি করতে পারে না।

আচ্ছা পৃথিবীতে এতো এতো বাচ্চা থাকতে শুধুমাত্র এই বাচ্চাটার জন্য আমাদের মন পোড়ায় কেন? একে আমরা এতো ভালোবাসি কেন? কারণ এই বাচ্চাটা আমাদের পরিচিত। আমাদের প্রিয়। আমাদের আদরের। আমাদের ভালোবাসার।

ঠিক তেমনিভাবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের উপর মাঝে মধ্যেই বিপদ দিয়ে থাকেন। তাঁর আদরের এই বান্দাকে নিয়ে একটু মজা করেন। তিনি বিপদ দিয়ে দেখেন যে, বান্দা আমার কাছে চায় কিনা। আমার দরবারে হাত তুলে কাঁদে কিনা। আকুতি মিনতি করে কিনা। যখন বান্দা একমাত্র সৃষ্টিকর্তার মুখাপেক্ষী হয়ে শুধুমাত্র তাঁকেই

স্মরণ করে, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা খুশি হয়ে সেই বান্দাকে তাঁর রহমতের চাদরে ঢেকে নেন। বিভিন্ন নেয়ামত দান করেন।
এজন্য বিপদ আসলে কখনো হা-হুতাশ করতে নেই বরং এক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার মুখাপেক্ষী হয়ে তাঁকে স্মরণ করা, তাঁকে ডাকা। তাঁর সাহায্য কামনা করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তার পবিত্র কুরআনের মাঝে উল্লেখ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِينُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ

হে মুমিনগন! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।[৩]

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।[৪]

إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيْرٌ

তবে যারা সবর করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।[৫]

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

তুমি সবর করো। নিশ্চই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ইহসানকারীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।[৬]

---

৩. সুরা বাকারা, আয়াত: ১৫৩
৪. সুরা বাকারা, আয়াত: ১৫৫
৫. সুরা হুদ, আয়াত: ১১
৬. সুরা হুদ, আয়াত: ১১৫

মাকড়ের ষড়যন্ত্র

মাকড় বেচারা মানুষের জন্য বিরাট ফন্দি আঁটে। রাতের আঁধারে মহল্লার সরু পথটার এপাশ থেকে ওপাশে লম্বা করে তার ঘর বাঁধে। মুসল্লি বেচারাকে কিছুতেই সে মসজিদে যেতে দিবে না। মুসল্লিকে নিয়ে মাকড়ের বিরাট ষড়যন্ত্র। পুরো মহল্লা জুড়ে মাকড়ের দখলদারিত্ব চলে। রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশ তার জাল দিয়ে আটকানো। আমরা প্রত্যেকদিন ফজরের নামাজে যাওয়ার সময় এই মাকড়ের ষড়যন্ত্রে শিকার হই। বেচারা মাকড় মনে করে, এই মহল্লার রাজত্ব কেবল আমারই হাতে। দেখি মুসল্লি বেচারা কীভাবে নামাজ পড়তে যায়?

খুব ভোরে যখন আমরা এই সরু পথটা দিয়ে ফজরের নামাজ পড়তে বের হই, তখন কিন্তু আকাশটা অন্ধকার থাকে। এদিকে পথে আমাদের জন্য মাকড়ের ষড়যন্ত্র আঁটা। রাস্তা আটকানো। আমরা এই সুক্ষ্ম জালটা দেখতেও পাই না আবার এই জালটা আমাদের চলার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করে না। মাকড়ের এই জালটাকে ছিঁড়েফেঁড়ে চলে যাচ্ছি আমাদের গন্তব্য মসজিদে।
ফলাফলঃ মাকড়ের ষড়যন্ত্র শূণ্য; একজন মুসল্লির বিজয়।

ঠিক তেমনিভাবে, আমরা যখন সত্যের পথে চলতে যাবো, হক্বের আওয়াজকে উঁচু করতে চাইবো, তখন আমাদের পথে মাকড়ের মতো এমন অনেক ষড়যন্ত্র আঁটা হবে। পথে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা আসবে

কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা মাকড়ের জালের মতোই মানুষের এসকল ষড়যন্ত্রকে গুড়িয়ে দিবেন।
ফলাফলঃ মানুষের ষড়যন্ত্র বিফল; একজন মুমিনের বিজয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাঁর পবিত্র কুরআনের মাঝে উল্লেখ করেন,

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

আর তারা কুটকৌশল করেছে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কৌশল করেছেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা উত্তম কৌশলকারী।[৭]

সুতরাং, একজন হক্বের আওয়াজ উঁচু কারীর কোনো ভয় নেই, ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা যার সাথী হন, তার সাথে ষড়যন্ত্র আঁটার দুঃসাহস কোন মুমিন দেখাতে পারে?

---

৭. আলে ইমরান, আয়াত: ৫৪

ভুল করেও ভুল পথে যাই না

আমরা নিয়মিত বাজারে যাই। বাসা থেকে বাজারের পথটা আমাদের খুব ভালো করেই চেনা-জানা। মুখস্থ পথ। সোজা রাস্তা। বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হলে কখনো আমরা ভুল করেও ভুল পথে চলে যাই না।
আচ্ছা, এরপরও কি আমরা কোনোদিন চোখ বন্ধ করে বাজারের পথে পা বাড়ানোর চেষ্টা করেছি? করিনি। আমরা সবসময় চোখ-কান খোলা রেখেই বাজারের পথে পা বাড়াই। রাস্তা অতিক্রম করার সময় স্বভাবগতভাবেই ডানে বামে তাকিয়ে দেখি। কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে। সবকিছু খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করি।
এই পথ চলতে অনেক কিছুই আমাদের নজরে আসে। যেমনঃ মানুষকে ভালো পথে আহ্বান করা; খারাপ হতে বাঁধা প্রদান করা, কুরআন তিলাওয়াত, ওয়াজ-মাহফিল, গান-বাজনা, বিড়ি-সিগারেটের আড্ডাসহ আরো কতো কী... এই সব কিছুই কি আমরা গ্রহণ করি? কখনোই না। আমরা খুব সাবধানতার সাথে ভালো কাজগুলোকে গ্রহণ করি আর খারাপগুলোকে এড়িয়ে যাই।

ঠিক তেমনিভাবে, আমরা যখন ইসলামের পথে চলতে চাইবো। সত্যের অন্বেষণকারী হবো। তখন আমাদের জীবনে পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা দেখা দিবে। ইসলামের পথ সোজা পথ। তবে ডানে-বামে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ রয়েছে। যেমনঃ তথাকথিত আহলে হাদীস, কাদিয়ানী, সা'দিয়ানীসহ নানা ফিরকা রয়েছে। আমাদের উচিত সোজা পথে হাঁটা।

বাজারে যাওয়ার সময় আমরা যেমন ভুল করেও ভুল পথে পা বাড়াই না; ঠিক তেমনি সত্যের পথে চলতে গিয়ে যেনো আমরা ভুল করেও ভুল ফিরকা তথা নেক সুরতে শয়তানের ফাঁদে পা দেই না।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন, আমীন।

বিবি সাহেবার লিস্টি

বিবি সাহেবা তার স্বামীকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনার জন্য মোটামুটি একটা লিস্টি ধরিয়ে দিলেন। স্বামী বেচারা বাজারে গিয়ে একটা একটা করে পণ্য ক্রয় করলেন। ক্রয়ের পর তিনি আবার সেই লিস্টির সাথে মিলিয়ে দেখেন যে, সবগুলো পণ্য ঠিকঠাক আছে কিনা নাকি আবার কোনোটা বাদ পড়ে গেলো। তিনি খুব সতর্কতা অবলম্বন করেন। কারণ, তার জানা আছে যে, বিবি সাহেবা আমাকে এতো কষ্ট করে প্রত্যেকটা পণ্যের নাম লিখে লিস্টি ধরিয়ে দিয়েছেন। খোদা না করুন; যদি লিস্ট থেকে কোনো একটা পণ্য বাদ পড়ে যায়, তাহলে দফারফা হয়ে যাবে। তাই তিনি খুব ভালো করে চেক করে নিচ্ছেন যে, কোথাও কোনো ঘাটতি আছে কিনা।

এরপরও যদি কোনো ঘাটতি দেখা দেয়, তাহলে বিবি সাহেবার কাছে ক্ষমা চাচ্ছেন, অনুশোচনা করছেন। বেচারা এতোকিছু এই জন্যই করছেন যে– তার জানা আছে, উল্টাপাল্টা করার পর যদি তার কাছে ক্ষমা না চাই কিংবা অনুশোচনা না করি, তাহলে আমাকে বিবি সাহেবার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। নানা প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হবে।

ঠিক তেমনিভাবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদের জন্য দুনিয়াতে লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছেন। আমরা দুনিয়ার বাজারে সেই লিস্ট দেখে দেখে সওদা করতে এসেছি। আমাদের লিস্টে লিখা আছে–

১. কালেমা।
২. নামাজ।

৩. রোজা।

৪. হজ্ব।

৫. যাকাত।

আমরা প্রত্যেকদিন ঘুমের আগে বালিশের উপর মাথা দিয়ে আমাদের লিস্ট চেক করে দেখবো। মেলাবো যে,

আজকের পাঁচওয়াক্ত নামাজ ঠিকঠাক মতো হলো কিনা।

রমজানের সবগুলো রোজা আমার রাখা হয়েছে কিনা।

পূর্ণাঙ্গভাবে এবছরের যাকাত আদায় করা হলো কিনা।

হজ্ব ফরজ হলে তা পালন করা হলো কিনা। এভাবে প্রত্যেকটা হুকুম-আহকামকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা। কোথাও কোনো ঘাটতি দেখা দিলে তা নিয়ে অনুশোচনা করা। সে বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কাছে ক্ষমা চেয়ে তা আদায় করার ব্যবস্থা করা। তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদের উপর রাজি খুশি হবেন। আর নয়তো আমাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। তার প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হবে। শাস্তি ভোগ করতে হবে।

অতিভোজন কুলক্ষণ

অতিভোজন কুলক্ষণ। কুলক্ষণ মানে– যা খারাপ কিছুর ইঙ্গিত বহন করে। একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বাজারে গোলাম কিনতে গেলেন। গোলাম কিনার আগে গোলামের সামনে কিছু খাবার পেশ করলেন। দেখলেন যে, গোলাম সব খাবার খেয়ে শেষকরে দিলো। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, বেশি খাওয়া ভালো কোনো কিছুর আলামত বহন করে না। এই গোলাম ভালো না। এর দ্বারা ভালো কোনো কাজ হবে না।

এখন তো আমরা গর্ব করি যে, কে কতো বেশি খেতে পারি। খাওয়া নিয়ে আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিযোগিতাও করে থাকি। বিষয়টা সত্যিই দুঃখজনক। কারণ, আমাদের জানা থাকতে হবে যে, মুমিন ব্যক্তি কখনোই বেশি খেতে পারে না। বেশি খাওয়া আর বেশি খাই খাই করা তো কাফেরদের কাজ। কাফেররা খায় সাত পেটে! ওদের পেট ভরতে অনেক লাগে। শুদ্ধ বাংলায় আমরা যেটাকে 'টাগারী' বলে থাকি। টাগারী মানে– হাতির মতো ইয়া বড় পেট।
পক্ষান্তরে, মুমিন ব্যক্তি খায় এক পেটে। অর্থাৎ, অল্পে তুষ্টি। অল্পতেই তার পেট ভরে যায়। বেশি খাই খাইও করে না।
এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, যে যতবড় মুত্তাকী বা পরহেজগার; তার খাবার-খোরাক ততকম। কেনো? কারণ, অল্পতেই তার পেট ভরে যায়। আমাদের মূল উদ্দেশ্য কী? হাতির মতো টাগারী ভরে খাওয়া নাকি শুধু তৃপ্তি নেওয়া?

আচ্ছা ধরুন! একলোক সাত ঘন্টা ঘুমালো। ঘুম থেকে উঠার পর, তার চেহারা সূরত এমন বিশ্রি দেখাচ্ছে যেনো দেখলে বমি আসতে চায়। এর কারণ হচ্ছে– ভদ্রলোকের ঘুম পূরণ হয়নি। ব্রেণ ফ্রেশ হয়নি। ঘুমের অতৃপ্তি এখনো রয়েই গেছে।

অপরদিকে আরেকলোক মাত্র দুই ঘন্টা ঘুমালো। বেচারার ঘুমও পূরণ হলো। ব্রেণও ফ্রেশ হলো। চেহারার বদসূরত তো দূরের কথা বরং চেহারায় নূর ভেসে আসছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন ব্যক্তির সময়ে বরকত হলো? নিশ্চই যে দুই ঘন্টা ঘুমালো তার। তাহলে একজনের দুই ঘন্টা ঘুমিয়ে ঘুম পূরণ হয়ে গেলো, আরেকজন সাত ঘন্টা ঘুমিয়েও ঘুম পূরণ হলো না; এর রহস্য হচ্ছে– যে দুই ঘন্টা ঘুমালো, সে ওজুকরে দোয়া দুরূদ পড়তে পড়তে ঘুমিয়েছে। ফলে তার ঘুমও পূর্ণ হয়েছে আবার সময়েরও বরকত হয়েছে।

পক্ষান্তরে, একজন এক টাগারী খেলো কিন্তু তৃপ্তি মিটলো না; আরেকজন এক প্লেট খেয়েই তৃপ্তি মিটিয়ে ফেললো, এর রহস্য হচ্ছে– যে এক প্লেট খেলো, সে দোয়া পড়ে সুন্নত তরীকায় খেলো। তার সমস্ত কাজগুলোই যেনো একমাত্র রবকে রাজি-খুশি করার জন্যই হলো।

অপর ব্যক্তি খাওয়ার সময় দোয়াও পড়লো না, সুন্নত তরীকায়ও খেলো না। ফলে তার খাবারের সাথে শয়তান শরীক হলো। এইজন্য সাত প্লেট খাওয়ার পরও তার খাওয়ার চাহিদা রয়ে যায়। তার তৃপ্তি মিটে না।

হযরত আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে, একবার আমি প্রচন্ড ক্ষুধা অনুভব করলাম। তখন আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে সাক্ষাত করে তার থেকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার পবিত্র কালামুল্লাহর একটি আয়াতের পাঠ শুনতে চাইলাম। তিনি আয়াতটি পাঠ করে নিজ গৃহে চলে গেলেন। এদিকে আমি কিছু দূর চলার পর ক্ষুধার প্রচন্ডতায় উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম। একটু পর দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার মাথার কাছে দাঁড়ানো। তিনি বললেন, হে আবূ হুরাইরা! আমি লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা বলে সাড়া দিলাম। তিনি আমার হাত ধরে তুললেন এবং

আমার অবস্থা বুঝতে পারলেন। তিনি আমাকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে এক পেয়ালা দুধ দেওয়ার জন্য আদেশ করলেন। আমি কিছু পান করলাম। তিনি বললেন, আবূ হুরাইরা! আরো পান করো। আমি আবার পান করলাম। তিনি আবার বললেন, আরো। আমি আরো পান করলাম। এমনকি আমার পেট তীরের মতো সমান হয়ে গেলো।
এরপর আমি উমরের সাথে সাক্ষাত করে আমার অবস্থার কথা জানালাম এবং বললাম, হে উমর! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তার এমন একজন লোকের মাধ্যমে এর বন্দোবস্ত করেছেন যিনি এ ব্যপারে তোমার থেকে বেশি উপযুক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কসম! আমি তোমার থেকে আয়াত পাঠ শুনতে চেয়েছি অথচ আমি তোমার থেকে ভালো পাঠ করতে জানি।
হযরত উমর রাযিআল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কসম! তোমাকে আপ্যায়ন করতে পারলে তা আমার নিকট আরবের লাল বর্ণের উটের চেয়েও অধিক প্রিয় হতো।[৮]

সাহাবায়ে কেরাম রাযিআল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আযমাইনগন খানার ব্যপারে কতো কষ্ট করেছেন, কতো ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আর উনাদের তুলনায় আমরা তো শুধু বিলাসিতার উপর বিলাসিতা করেই দিনকাল পাড় করে দিচ্ছি।

আমরা তো মনেকরি যে, বেশি খেতে পারলেই যেনো আমাদের সফলতা। কিন্তু আমাদের দৃষ্টির অগোচরে আমাদের শরীরের উপর কতোটা অন্যায় অবিচার করছি তা কী আদৌ আমরা একবার ভেবে দেখেছি?
বর্তমানে বারবার একথার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে যে, কম আহার করুন বেশি দিন সুস্থভাবে বাঁচতে পারবেন। আর জনসাধারণকে বারবার একথার উপকারিতাও বর্ণনা করা হচ্ছে।

---

৮. মুসলিম শরীফ ৩৬/১৩

বেশি খেলে যে সকল রোগ সৃষ্টি হয় তার একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন প্রফেসর রিচার বার্ড। নিম্নে তা দেওয়া হলো।

১. মস্তিষ্কের ব্যাধি।
২. চক্ষু রোগ।
৩. জিহ্বা ও গলার রোগ।
৪. বক্ষ ও ফুসফুসের ব্যাধি।
৫. হৃদ রোগ।
৬. পিত্তের রোগ।
৭. ডায়াবেটিকস।
৮. উচ্চ রক্ত চাপ।
৯. মস্তিষ্কের শিরা ফেটে যাওয়া।
১০. দুশ্চিন্তা গ্রস্ততা।
১১. অর্ধঙ্গ রোগ।
১২. মনস্তত্ত্বিক রোগ।
১৩. দেহের নিম্নাংশ অবশ হয়ে যাওয়া।[৯]

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এই তালিকা প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর তালিকা, যা প্রফেসর সাহেব গভীর চিন্তা ও গবেষণার পর প্রকাশ করেছেন।

অপর দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, তিনি বলেন- পেটের এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য।[১০]

একজন দার্শনিক এর নিকট যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই নির্দেশ শুনানো হলো, তখন সে বলতে লাগলো, এর থেকে উত্তম ও শক্তিশালী কথা আমি আজ পর্যন্ত শ্রবণ করিনি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদেরকে অল্পে তুষ্টি থাকার তৌফিক দান করুন, আমীন।

---

৯. 'সান' উইকলি সুইডেন

১০. সহীহ ইবনু মাজাহ ৩৩৪৯

সত্য সমাগত মিথ্যা বিতাড়িত

আচ্ছা বাথরুমে তো আমাদের কমবেশি সবারই যাওয়া হয়। এখন যে কথাটা বলবো এটা অবশ্যই সামনে বাথরুমে যাওয়ার সময় একবার হলেও এর সত্যতা যাচাই করে নিবেন।

আমরা যে কেউ বাথরুমে ঢুকার সাথে সাথেই আমাদের চেহারার অঙ্গভঙ্গি পাল্টে যায়। 'উহ হু... গন্ধ' বলে আমাদের মুখ থেকে শব্দহীন একটা বাক্য বেরিয়ে আসে। এটা মোটামুটি সব জায়গাতেই। বাসা-বাড়ি, কলেজ-অফিস তো আছেই; তবে শহরের মোবাইল কোর্ট আর পাবলিক টয়লেট হলে তো কোনো কথাই নেই।

আচ্ছা বাথরুমে ঢুকার পর আমাদের নাকে এই গন্ধটা কতোক্ষণ সময় পর্যন্ত স্থির থাকে? বড়জোর পাঁচ থেকে সাত সেকেন্ড। এরপর কিন্তু আমরা সেই গন্ধটা পাই না। অর্থাৎ বাথরুমে ঢুকার সাথে সাথেই আমরা যে গন্ধটা পেয়ে থাকি এটা কিন্তু পাঁচ সাত সেকেন্ড পরে আর পাই না। অথচ বাথরুমের গন্ধটা কিন্তু বাথরুমে ঠিকই আছে, কিন্তু আমরা পাচ্ছি না কেনো? কারণ আমাদের নাক এটা গ্রহণ করে নিয়েছে। এখন আর এটাকে কোনো গন্ধই মনে হয় না।

ঠিক তেমনিভাবে, আমরা যখন সৎ পথে চলতে চাইবো, সত্যকে উন্মোচন করতে চাইবো, হকের আওয়াজকে উঁচু করতে চাইবো, তখন নানা দিক থেকে আমাদের উপর বাঁধা আসবে। নানা দিকের ময়লা-আবর্জনা ও দুর্গন্ধগুলো আমাদেরকে জড়িয়ে ধরতে চাইবে। আমরা যদি প্রথমত একটু

সহ্য করতে পারি; তাহলে এগুলো আমাদের জন্য কোনো গন্ধই মনে হবে না। আমাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। বিজয় আমাদের জন্য নিশ্চিত, ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তার পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেন,

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

আর বলো, হক এসেছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই বাতিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিলো।[১১]

قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ

বলো, সত্য এসেছে এবং বাতিল কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না আর কিছু পুনরাবৃত্তিও করতে পারে না।[১২]

وَيَمْحُ اللهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি মানুষের অন্তর সমূহে যা আছে, সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।[১৩]

---

১১. সুরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৮১

১২. সুরা সাবা, আয়াত: ৪৯

১৩. *সুরা শু'রা, আয়াত: ২৪*

আমাদের ক্রিয়েটিভিটি

আমরা সকলেই ক্রিয়েটিভ। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে এমন কিছু গুণাগুণ আছে যা দিয়ে আমরা সৃজনশীল কিছু তৈরী করতে পারি। আচ্ছা ধরুন, আপনি আপনার বিশেষ গুণ দিয়ে কিছু তৈরী করলেন, এরপর যদি আপনার সেই সৃষ্ট বস্তুটা নিয়ে কেউ কটু বাক্য বলে কিংবা তা নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে দেয়, তখন আপনার কেমন লাগবে?

আচ্ছা আরেকটু সহজকরে বলি, আমাদের প্রত্যেকের ঘরেই মা বোন আছে। তারা নিয়মিত আমাদের জন্য বিভিন্ন আইটেমের খাবার প্রস্তুত করেন। তাদের কষ্ট শুধুমাত্র আমদের খুশি করার জন্য, আমাদের মন পাবার জন্য। এখন আপনি যদি তাদের সে রান্না করা খাবার নিয়ে কটু মন্তব্য কিংবা তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে দেন, তাহলে পরের বেলায় আপনার কপালে ভালো খাবার জুটবে কিনা সন্দেহ আছে।

আমরা সবাই সবার স্থান থেকে নতুন কিছু করে দেখাতে চাই শুধুমাত্র অন্যরা আমাকে উৎসাহ দিবে, আমাকে নিয়ে গর্ব করবে এই জন্য। আমরা কেউ কখনোই উপহাসের পাত্র হতে চাই না। সাধারণত আমরা ফেসবুকে একটা পিকচার আপলোড দিয়েই সবার ভালো কমেন্টের আশা করি। আর ভালো লিখতে পারলে সেখানে কেউ নেগেটিভ মন্তব্য করুক আমরা তা মেনে নিতে পারি না। কারণ এটা আমাদের সৃষ্টি। সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনার কারণেই আমরা তা করে দেখাতে সক্ষম হয়েছি। এবার আপলোড দিয়ে সবার ভালো মন্তব্যের আশা করছি।

ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা দুনিয়ার মাঝে আমাদেরকে অনেক অন্নেক নেয়ামত দান করেছেন। আসমান-জমিন, পাহাড়-সাগর, নদী-নালাসহ আঠারো হাজার মাখলুকাতের এক বিশাল নেয়ামত দান করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদেরকে এতো এতো কিছু দিয়েছেন শুধুমাত্র এই জন্যই যে, আমরা যেনো তার নেয়ামত দেখে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এই সবকিছু দেখে আমরা যেনো মুখে উচ্চারণ করি 'সুবহানাল্লাহ' 'আলহামদুলিল্লাহ' 'আল্লাহু আকবার'। তাহলেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদের উপর রাজি খুশি হবেন। আমাদেরকে ভালোবাসবেন আর আমরা তার প্রিয় পাত্র হবো।

একজন মা যেমন সন্তানের জন্য ভালো খাবার রান্না করে তার মন পাবার আশা করে, ঠিক তেমনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা দুনিয়ার মাঝে এতো বেশি নেয়ামত দান করেছেন, বান্দা যেনো তার নাম 'আল্লাহ আল্লাহ' বলে জপতে থাকে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তার পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ *

আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, 'যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দিবো আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয়ই আমার আযাব বড় কঠিন।[১৪]

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিছানা, আসমানকে ছাদ এবং আসমান থেকে নাযিল করেছেন বৃষ্টি। অতঃপর তার মাধ্যমে উৎপন্ন করেছন ফল-ফলাদি, যা তোমাদের জন্য রিযিকস্বরূপ। সুতরাং তোমরা জেনে বুঝে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না।[১৫]

---

১৪. সুরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৭

১৫. সুরা বাকারা, আয়াত: ২২

تَبَارَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا

বরকতময় সে সত্তা যিনি আসমানে সৃষ্টি করেছেন বিশালকায় গ্রহসমূহ। আর তাতে প্রদীপ ও আলো বিকিরণকারী চাঁদ সৃষ্টি করেছেন।[১৬]

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

বরং তিনি, যিনি যমীনকে আবাসযোগ্য করেছেন এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদী-নালা। আর তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা এবং দুই সমুদ্রের মধ্যখানে অন্তরা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সাথে কি অন্য কেনো ইলাহ আছে? বরং তাদের অধিকাংশই তা জানে না।[১৭]

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ

আর আমি আসমানে স্থাপন করেছি কক্ষসমূহ এবং তাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছি দর্শকের জন্য।[১৮]

وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ

আর পর্বতমালার দিকে দেখো, কীভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে?[১৯]

وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّأَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا

আর এখানে আমি স্থাপন করেছি সুদৃঢ় ও সুউচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদেরকে পান করিয়েছি সুপেয় পানি।[২০]

---

১৬. সুরা ফুরক্বান, আয়াত: ৬১
১৭. সুরা আন-নামল, আয়াত: ৬১
১৮. সুরা হিজর, আয়াত: ১৬
১৯. সুরা গাশিয়াহ, আয়াত: ১৯
২০. সুরা মুরসালাত, আয়াত: ২৭

স্কুলে বাচ্চাদের প্যারেড

আমরা আমাদের বাচ্চাদের প্রতি খুবই কেয়ারফুল। প্রতিটা মুহূর্তে তার গতিবিধি লক্ষ্য করি। কখন কোথায় কী করছে না করছে তার দিকে খেয়াল রাখি। একটু বড় হলে আমরা তাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেই কিংবা মক্তবে পাঠিয়ে দেই। আচ্ছা ধরুন, আমাদের বাড়ির ছোট্ট মেয়েটাকে স্কুলে পাঠিয়ে দিলাম। নিয়মানুযায়ী স্কুলে প্রত্যেহ সকালে বাচ্চাদের প্যারেড হয়। সকল বাচ্চা একসাথে দাঁড়িয়ে স্কুলের বড় মাঠে প্যারেড করে। একদিন আমি কোনো আয়োজন ছাড়া আচমকা মাঠে চলে গেলাম। সবার দিকে নজর বুলাতে লাগলাম। প্রশ্ন হতে পারে, 'এতোগুলো বাচ্চার মাঝে আমার উৎসুক দৃষ্টিটা কার উপর পড়বে'? উত্তর 'নিশ্চই আমার আদরের কন্যার উপর'। কিন্তু এমনটা কেনো? বাচ্চাতো আরো অনেক ছিলো। পুরো মাঠ ভরা। সকলের মাঝে আমি আমার মেয়েকে খুঁজে বের করলাম কেনো? এতো এতো বাচ্চার উপর আমার সাধারণ দৃষ্টি, আর আমার আদুরে কন্যার উপর বিশেষ দৃষ্টি এর রহস্য কী? এর মূল রহস্য হচ্ছে, সে আমার।

যখন আমার মেয়ে আমাকে দূর থেকে দেখবে যে, আব্বু আমাকে দেখতেছে। তখন ওর মনে কিন্তু আরো সাহস বৃদ্ধি পাবে। ও মুচকি মুচকি হাসবে। ওর দিলে প্রচুর পরিমাণে উৎফুল্লতা আসবে।

ঠিক তেমনিভাবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সকল বান্দাদের উপর সাধারণ দৃষ্টি ও বিশেষ দৃষ্টির উদাহরণ হলো এই– আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তার সকল বান্দাদের উপর সাধারণ রহমত দিয়ে রেখেছেন।

তবে তার বিশেষ রহমত তিনি শুধুমাত্র তার বিশেষ বান্দাগনকেই দিয়ে থাকেন।

যেমন ধরুন! সরকার প্রধানের সাধারণ দয়ার মাঝে দেশের সকল জনগন বসবাস করে। তবে তার বিশেষ দয়াও রয়েছে। আর তার বিশেষ দয়ায় তো কেবলমাত্র তার বিশেষ লোকগুলোই প্রাধান্য পায়। যেমন তার দলীয় নেতাকর্মী তার আত্মীয়স্বজন ইত্যাদি। এদের মধ্যেও আবার বিশেষ কিছু নেতাকর্মী আছে যাদের প্রতি সরকারের বিশেষ নজর রয়েছে। সুযোগ সুবিধাও বিশেষ। আবার তাদের দাপটটাও বিশেষ। অর্থাৎ বিশেষের উপর বিশেষ।

আমাদের জগতটা ঠিক যেভাবে চলে, উপরের জগতটাও সেভাবেই চলে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সকল বান্দারাই তাঁর সাধারণ রহমত দ্বারা পরিবেষ্টিত। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালাকে বেশি মানে, তাঁকে বেশি বিশ্বাস করে, তাঁর জন্যে খালেস দিলে বেশি বেশি আমল করে আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সৃষ্ট নিদর্শনগুলো দেখে বলে যে, 'এও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন? এও আমাদেরকে ফায়দা পৌঁছাবে? সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ'!! তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তার প্রতি বিশেষ রহমত নাযিল করেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পৃথিবীতে মানবজাতির জন্য বহু নিদর্শন সৃষ্টি করে রেখেছেন। বহু নেয়ামত দান করেছেন। এর উদ্দেশ্য একটাই, যাতেকরে সৃষ্টিজীব একমাত্র স্রষ্ঠা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালাকে চিনতে পারে, তাঁকে ডাকতে পারে, তাঁর পরিচয় পেতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাঁর নিদর্শন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেন-

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ*

আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কুদরতের নিদর্শনসমূহের মাঝে একটি এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতপর কিছুকাল পরেই তোমরা মানবরূপে (ভূপৃষ্ঠে) ছড়িয়ে বিচরণ করতে লাগলে।[২১]

---

২১. সুরা রুম, আয়াত: ২১

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কুদরতের প্রথম নিদর্শনঃ

মানুষের মতো সৃষ্টির সেরা জীবকে তিনি মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিজগতে যতো প্রকার উপাদান রয়েছে, তন্মধ্যে মাটি সর্বনিকৃষ্ট উপাদান। এতে অনুভূতি, চেতনা ও উপলব্ধির নাম গন্ধও দৃষ্টিগোচর হয় না। অগ্নি, পানি, বায়ু ও মাটি এই চারটি উপাদানের মাঝে মাটি ছাড়া বাকী সবগুলোতেই কিছু না কিছু গতি ও চেতনার আভাস পাওয়া যায়। মাটি তা থেকেও বঞ্চিত। মানব সৃষ্টির জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা একেই মনোনীত করেছেন। ইবলিসের পথভ্রষ্টতার কারণও তাই হয়েছে যে, সে অগ্নি উপাদানকে মাটি থেকে সেরা ও শ্রেষ্ঠ মনে করে অহংকারের পথ বেছে নিয়েছিলো। সে বুঝলো না যে, ভদ্রতা ও আভিজাত্যের চাবিকাঠি একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই মহান করতে পারেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কুদরতের দ্বিতীয় নিদর্শনঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ*

আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার নিদর্শনসমূহের মাঝে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে স্ত্রীগনকে সৃষ্টি করেছেন, যেনো তোমরা তাদের হতে শান্তি লাভ করো আর তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন; এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।[২২]

মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা নারীজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তারা হলো পুরুষের সঙ্গিনী। একই উপাদান থেকে একই স্থানে এবং একই খাদ্য থেকে উৎপন্ন সন্তানদের মধ্যে এই দুটি প্রকারভেদ তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মুখশ্রী, অভ্যাস ও চরিত্রে সুস্পষ্ট

---

২২. সুরা রুম, আয়াতঃ ২২

পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শনস্বরূপ এই সৃষ্টিই যথেষ্ট। এরপর নারীজাতিকে সৃষ্টি করার রহস্য ও উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'তোমরা যেনো তাদের কাছে শান্তি লাভ করতে পারো' সে উদ্দেশ্যে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষদের যত প্রয়োজন নারীর সাথে সম্পৃক্ত; এগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এগুলোর সারমর্ম হচ্ছে মানসিক শান্তি ও সুখ। আর এ থেকেই বুঝা যায় যে, বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় কাজ-কারবারের সারমর্ম হচ্ছে মনের শান্তি ও সুখ। যে পরিবারের মাঝে এটা বর্তমান আছে, সেই পরিবার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল। আর যে পরিবারে এটা বর্তমান নেই, অর্থাৎ মানসিক শান্তি অনুপস্থিত, সেখানে আর যাই থাকুক না কেনো; বৈবাহিক জীবনের কোনো সাফল্য নেই।

দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি হলো 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রীতি-ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন এই জন্যে, যাতে করে দাম্পত্য জীবন সফল হয়, পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা যায়, মানবতার উন্মেষ ঘটে, সভ্যতার ক্রমবিকাশে প্রতিটি মানুষ তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করে'।

একথাও বলা বাহুল্য যে, পারস্পরিক শান্তি তখনই সম্ভবপর যখন নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি শরীয়তসম্মত বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেসব দেশ ও জাতি এর বিপরীত হারাম রীতি-নীতি প্রচলিত করেছে, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তাদের কোথাও শান্তি নেই। জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় সাময়িক যৌন বাসনা চরিতার্থ করার নাম শান্তি হতে পারে না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কুদরতের তৃতীয় নিদর্শন:

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ*

আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার নিদর্শনসমূহের মাঝে একটি এই যে, তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জবান (অর্থাৎ

ভাষা অথবা আওয়াজ ও কথন ভঙ্গি) বর্ণ পৃথক পৃথক করেছেন। এতে জ্ঞানবানদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।[২৩]

তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন। বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এবং বিভিন্ন স্তরের বর্ণবৈষম্য। যেমন; কেউ শ্বেতকায় আবার কেউ কৃষ্ণকায়। কেউ লালচে আবার কেউ হলদেটে। এখানে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন তো শক্তির মহানিদর্শন বটেই; মানুষের ভাষার বিভিন্নতাও কুদরতের এক বিস্ময়কর লীলা। ভাষার বিভিন্নতার মাঝে অভিধানের বিভিন্নতাও অন্তরভূক্ত রয়েছে। আরবি, ফারসি, হিন্দী, তুর্কি, ইংরেজী ইত্যাদি কতো ধরনের ভাষা রয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এগুলো বিভিন্ন ভূখন্ডে প্রচলিত। তন্মধ্যে কোনো কোনো ভাষা পরস্পর এতো ভিন্নরূপ যে, এদের মধ্যে পারস্পরিক কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনেই হয় না। স্বর ও উচ্চারণভঙ্গির বিভিন্নতাও ভাষার বিভিন্নতার মাঝে শামিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা প্রত্যেক পুরুষ, নারী, বালক ও বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে এমন স্বতন্ত্র সৃষ্টি করেছেন যে, একজনের কণ্ঠস্বর অন্যজনের কণ্ঠস্বরের সাথে মিল রাখে না। কিছু না কিছু পার্থক্য অবশ্যই থেকে যায়। অথচ এই কণ্ঠস্বরের যন্ত্রপাতি তথা জিহ্বা, ঠোঁট, তালু ও কণ্ঠনালী সবার মধ্যেই এক ও অভিন্ন।
এমনিভাবে বর্ণবৈষম্যর কথাও বলা যায়। একই পিতা-মাতা থেকে একই প্রকার অবস্থায় দুই সন্তান ভিন্ন বর্ণের হয়ে জন্মলাভ করে। এটা হচ্ছে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সৃষ্টি ও কারিগরির নৈপুণ্য।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কুদরতের চতুর্থ নিদর্শন:

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهٖ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ*

আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কুদরতের নিদর্শনসমূহের মাঝে একটি এই যে, তোমাদের জন্য রাত্রিকালে ও দিবাভাগে নিদ্রা এবং তার

---

২৩. সুরা রুম, আয়াত: ২৩

প্রদত্ত রিজিক অন্বেষণ করা। এতে সেই লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা শ্রবণ করে।[২৪]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার এই আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয় যে, নিদ্রার সময় নিদ্রায় যাওয়া এবং জাগরণের সময় জীবিকা অন্বেষণ করাকে মানুষের জন্মগত স্বভাবে পরিণত করা হয়েছে। এই উভয় বিষয়ের অর্জন মানুষের চেষ্টা-চরিত্রের অধিন নয়; বরং এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার দান। আমরা দিন-রাত প্রত্যক্ষ করি যে, নিদ্রা ও বিশ্রামের উৎকৃষ্টতর আয়োজন সত্ত্বেও কোনো কোনো সময় নিদ্রা আসে না। মাঝে মাঝে ডাক্তারী বটিকাও নিদ্রা আনয়নে ব্যর্থ হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা যাকে চান তাকে উন্মুক্ত মাঠে রোদ ও উত্তাপের মধ্যেও নিদ্রা দান করেন।
জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি যে, দুই ব্যক্তি সমান সমান জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন। সমান অর্থসম্পন্ন। সমান পরিশ্রম সহকারে জীবিকা উপার্জনের একই ধরণের কাজ নিয়ে বসে। কিন্তু একজন উন্নতি লাভ করে এবং অপরজন ব্যর্থ হয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কুদরতের পঞ্চম নিদর্শনঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِيْ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ*

আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার নিদর্শনসমূহের মাঝে একটি এই যে, তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখিয়ে থাকেন, যাতে (বজ্রপাতের) ভয়ও হয় আবার (বৃষ্টিপাতের) আশাও হয় এবং তিনিই আসমান হতে পানি বর্ষণ করে থাকেন। অতঃপর তা দ্বারা জমিনকে তার মৃত হওয়ার পর সজীব করেন। এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।[২৫]

---

২৪. সুরা রুম, আয়াতঃ ২৪

২৫. সুরা রুম, আয়াতঃ ২৫

পঞ্চম নিদর্শন এই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা মানুষকে বিদ্যুতের চমক দেখান। এতে পতিত হওয়ার এবং ক্ষতিকারিতারও আশঙ্কা থাকে এবং এর পশ্চাতে বৃষ্টির আশাবাদও সঞ্চার হয়। তিনি এই বৃষ্টির দ্বারা শুষ্ক এবং মৃত মাটিকেও জীবিত ও সতেজ করে থাকেন। এবং এতে তিনি বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষ ও ফল-ফুল উৎপন্ন করেন। এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, 'এতে বুদ্ধিমানদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে'। কেননা বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি এবং তা দ্বারা উদ্ভিদ ও ফল-ফুলের সৃজন যে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার পক্ষ থেকেই হয়। একথা কেবলমাত্র বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারাই বোঝা যেতে পারে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কুদরতের ষষ্ঠ নিদর্শনঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهٖٓ أَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهٖ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَآ أَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ

আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার নিদর্শনসমূহের মাঝে একটি এই যে, আসমান ও জমিন তাঁরই নির্দেশে স্থির রয়েছে। অতঃপর যখন তোমাদেরকে ডেকে ভূগর্ভ হতে (বের হওয়ার) আহ্বান করবেন, ততক্ষণাৎ তোমরা বের হয়ে পড়বে।[২৬]

ষষ্ঠ নিদর্শন এই যে, আকাশ ও পৃথিবী একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার আদেশেই কায়েম আছে। হাজার হাজার বছর সক্রিয় থাকার পরেও এগুলোতে কোথাও কোনো ত্রুটি দেখা দেয় না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা যখন এই ব্যবস্থাপনাকে ভেঙ্গে দেওয়ার আদেশ দিবেন, তখন এই মজবুত ও অটুট বস্তুগুলো নিমিষেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। অতঃপর তারই আদেশে সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে সমবেত হবে।

---

২৬. সুরা রুম, আয়াত: ২৬

এগুলো ছাড়াও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আরো বহু নিদর্শন সৃষ্টি করে রেখেছেন। যা আমাদের চর্মচক্ষু দিয়ে দেখে যদি শুধুমাত্র বলতে পারি যে, 'সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদের জন্য এগুলোও সৃষ্টি করেছেন'!! তাহলেই আমাদের জীবন কামিয়াব।

মোটকথা, যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার জন্য বিশেষ বান্দা হওয়ার চেষ্টা করবে, তার সৃষ্ট নিদর্শনসমূহ দেখে 'সুবহানাল্লাহ' বলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে, মানুষের মাঝে রবের সৃষ্টবস্তু নিয়ে আলোচনা করবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালাও ফেরেশতাদের মজলিসে তার আলোচনা করবেন এবং তার দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাবেন।

দৃষ্টির ভিন্নতা

বর্তমান বাজার দর হিসেবে এক ভরি স্বর্ণের দাম ৬৬,৫০০ টাকা। আর এক টন রডের দাম ৬৫,০০০ টাকা। ধরুন আমাদের পরিচিত দুইজন ব্যক্তির একজনের কাছে এক টন রড ও অপরজনের কাছে সে পরিমাণ স্বর্ণ আছে। দুজনই তাদের বাড়ির কাজ ধরবে বলে সিদ্ধান্ত নিলো। গ্রামে খুব বড়করে বিল্ডিং করবে। জাঁকজমক করে সাজাবে। মানুষ তাদেরকে বাহ বাহ দিবে।

যার কাছে রড ছিলো, সে তার এই রড কাজে লাগিয়ে খুব সুন্দর করে বিল্ডিং বানালো। জাঁকজমক করে সাজালো। মানুষ তার বাড়ি দেখে তাকে বাহ বাহ দিলো। সমাজের চোখে সে হিরো হয়ে গেলো; কিন্তু রাস্ট্রের কাছে এই ব্যক্তির বিন্দুমাত্র মূল্য নেই।

দ্বিতীয় ব্যক্তি যার কাছে স্বর্ণ ছিলো, সে তার এই স্বর্ণকে বিল্ডিং বানানোর কাজে ব্যবহার করতে পারলো না। ফলে তার বিল্ডিংও বানানো হলো না। এই ব্যক্তি সমাজে তেমন বাহ বাহও পেলো না। সমাজের চোখে সে হিরোও হতে পারলো না; কিন্তু লোকটা রাস্ট্রের কাছে প্রচুর সম্মানিত হলো। রাজ্যের উচ্চপদস্থ মন্ত্রী আমলাগন তাকে নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো। রাস্ট্রপ্রধান তাকে যাথাযথ সম্মানও করলেন। কারণ, রাজ্য কিংবা রাস্ট্রপ্রধানের কাছে এই লোকটার মূল্য অনেক বেশি।

ঠিক তেমনিভাবে, আমাদের মাঝে দুই ব্যক্তির এক ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কাছে দুনিয়া চাইলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাকে দুনিয়া দিলেন। যার দ্বারা সে খাণিক সময় আনন্দ ফুর্তিকরে দুনিয়ার

মানুষের কাছে বাহ বাহ পেতে লাগলো। দুনিয়ার চোখে সে হিরো বনে গেলো। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কাছে এই দুনিয়া লোভী ব্যক্তির বিন্দুমাত্র মূল্য নেই।

দ্বিতীয় ব্যক্তি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কাছে আখিরাত চাইলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাকে আখিরাত দিলেন। যার দ্বারা সে দুনিয়ার অর্থলোভী মানুষের কাছে ধিকৃত হলো কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কাছে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেলো। ফেরেশতাগন তাকে নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কাছে এই লোকটার মূল্য অনেক বেশি।

দুনিয়ার ধন-সম্পদ হচ্ছে রডের মতো, যা দেখতে বেশি কিন্তু মূল্য কম। আখিরাতের ধন-সম্পদ স্বর্ণের মতো, যা দেখতে চমৎকার আবার মূল্যও অনেক বেশি।

প্রশান্ত হৃদয়

স্কুলের প্রফেসর নিয়মিত ক্লাসে লজিক দেখান। আজকেও তার কম না। ক্লাসে প্রবেশ করেই প্রফেসর সাহেব এক গ্লাস পানি হাতে নিলেন। তিনি সকল শিক্ষার্থীকে দেখানোর জন্য পানি ভর্তি গ্লাসখানা উঁচুকরে ধরলেন। শিক্ষার্থীদেরকে দরাজ কণ্ঠে ডেকে জানতে চাইলেন,

– তোমরা কী মনে করো? এই গ্লাসের ওজন কতটুকু হবে?

– স্যার! ১০০ বা ১২৫ গ্রাম হবে হয়তো।

– আসলে এটার সঠিক ওজন আমি নিজেও জানি না। তবে তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন, আমি যদি কয়েক মিনিট এভাবেই গ্লাসটা ধরে রাখি তবে কী তার ওজন বাড়বে?

– না স্যার! কিছুতেই না।

– ঠিক আছে। আমি যদি এক ঘণ্টা এভাবেই ধরে রখি তবে কী হবে?

– বড়জোর আপনার বাহুতে ব্যথা শুরু হবে।

– ঠিক বলেছো। আচ্ছা আমি যদি তা একদিন ধরে রাখি তাহলে কী হবে?

– আপনার বাহু অসাড় হতে পারে। আপনার গুরুতর পেশী চাপ এবং পক্ষাঘাত হতে পারে। সাথে সাথে অবশ্যই আপনাকে হাসপাতালেও যাওয়া লাগতে পারে।

– সুন্দর উত্তর দিয়েছো। তবে এতো কিছুর পরও কি গ্লাসের ওজন বদলে গেলো?

– না স্যার! গ্লাস তো আগের মতোই ঠিকঠাক আছে।

– তাহলে বাহুতে ব্যথা এবং পেশীতে চাপের কারণ কী?

এবার শিক্ষার্থীরা হতবাক হয়ে গেলো। সবাই চুপচাপ। কারো মুখে কোনো রা'শব্দ নেই। একজন অন্যজনের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। পেছন থেকে হঠাৎ একজন দাঁড়িয়ে প্রফেসর সাহেবকে বললো,

– স্যার! তাহলে গ্লাসটা নামিয়ে দিলেই তো হয়।

– রাইট। ধন্যবাদ তোমাকে। তুমিই সঠিক উত্তর দিয়েছো।

আচ্ছা এবার আসো মূল পয়েন্টে। আমাদের জীবনের সমস্যাগুলো হুবহু এমনই। তুমি তোমার জীবনের সমস্যাগুলোকে যদি কয়েক মিনিটের জন্য মাথায় চেপে রাখো, তাহলে সেটা ঠিক আছে। তবে যদি সেটাকে আরো দীর্ঘ করতে থাকো, তাহলে তোমার মাথা ব্যথা শুরু করবে। আরও দীর্ঘকাল মাথায় চেপে রাখলে একটা সময় এই সমস্যাগুলো তোমাকে পঙ্গু করতে শুরু করে দিবে। তোমার চিন্তাশক্তি অসাড় বা অকেজো হয়ে যাবে। এরপর তুমি আর কোনো কালেই সক্ষম হবে না। তোমার জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো বা সমস্যাগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ; তবে এর থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার প্রতি ভরসা রাখা এবং ঘুমোতে যাওয়ার আগে দিনশেষে বালিশে মাথা রেখে সারাদিনের হিসেব কষা।

সুতরাং, আজকে তোমরা ক্লাসরুম ত্যাগের পূর্বে সব'চে উত্তম বন্ধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালাকে মনে রাখবে আর আজকের ছবকের শিরোনাম দিবে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার উপর ভরসা রেখে প্রশান্তি অর্জন করো'।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ۗ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

তিনিই মু'মিনের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন। যেনো তারা তাদের ঈমানের সঙ্গে ঈমান দৃঢ় করে নেয়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনী সমূহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালারই এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[২৭]

---

২৭. সুরা আল-ফাত্হ, আয়াত ৪

তুমি ঘুমোতে যাওয়ার আগে প্রতিদিন তোমার মনকে বলবে,

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

হে প্রশান্ত চিত্ত![২৮]

اِرْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষ ভাজন হয়ে।[২৯]

فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ

আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হও।[৩০]

وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ

আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।[৩১]

অযথা অনর্থক চিন্তা করে নিজের জীবনকে অশান্তির দিকে আর ঘুরিয়ে দিবে না। শুভ কমনা রইলো তোমাদের জন্য।

---

২৮. সুরা আল-ফাজর, আয়াত: ২৭
২৯. সুরা আল-ফাজর, আয়াত: ২৮
৩০. সুরা আল-ফাজর, আয়াত: ২৯
৩১. সুরা আল-ফাজর, আয়াত: ৩০

সারাক্ষণ উপার্জন হোক

একজন রিকশাওয়ালা যতক্ষণ রিকশা চালাবে, ততক্ষণ সে টাকা উপার্জন করতে পারবে। একজন সি.এন.জি চালক যতক্ষণ তার সি.এন.জির চাকা ঘোরাবে ততক্ষণ সে টাকা উপার্জন করতে পারবে। একজন চাকুরীজীবি যতক্ষণ চাকরিতে থাকবে, ততক্ষণ তার টাকা উপার্জন হবে। অনুরূপ একজন ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রেও।

মোটকথা, আমরা যদি কাজ না করি তাহলে ঘরে বসে বসে টাকা উপার্জন করতে পারবো না। টাকা উপার্জনের জন্য আমাদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্রে যেতে হবে। তবে হ্যাঁ, পুরান ঢাকার মানুষদের মতো হলে তো কোনো কথাই নেই। তাদের মতো যদি বিভিন্ন জায়গায় বাসা বাড়ি বানিয়ে ভাড়া দেয়া যায়, তাহলে ঘরে বসে বসেই খুব সহজে টাকা উপার্জন করতে পারবো।

আমাদের প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে নানাধরণের অফার আসে। এ সকল অফারের সময় আমরা খুব বেশি আয় উপার্জন করতে পারি। যেমন ঈদের মৌসুমে ব্যবসায়ী ভাইরা পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দেই। গাড়িওয়ালারা ভাড়াকে তিনগুণ করে দেই। চাকুরীজীবিরা ঈদ বোনাস পাই, ইত্যাদি। এই বোনাসগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমরা সারাবছর যা আয় উপার্জন করি তার উপর একটা ব্যাকাপ এসে যায়। কোথাও কোনো ঘাটতি থাকলে আমরা এই বোনাসের টাকা দিয়েই তা পুষিয়ে নেই।

ঠিক তেমনিভাবে, আমরা যতক্ষণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার ইবাদতে মগ্ন থাকবো, ততক্ষণ আমরা সাওয়াব তথা পূণ্য হাসিল করতে

পারবো। যখন আমরা ইবাদত বন্ধ করে দিবো, তখন আমাদের আমল নামায় অটোমেটিক্যালি সাওয়াব আসাও বন্ধ হয়ে যাবে।
তবে হ্যাঁ, যদি আমরা সদকায়ে জারিয়ার মতো কিছু করে থাকি, তাহলে তা ভিন্ন কথা। তখন আমরা বসে বসেই অনেক পূণ্য কামাতে পারবো। যেমনঃ এতিম-মিসকিন কিংবা গরীবদেরকে দান করা অথবা কোথাও মাদ্‌রাসা-মসজিদ বানিয়ে দেওয়া তথা এমন সকল কাজ করা যারদ্বারা সদকায়ে জারিয়া হয়।
আর হ্যাঁ, আমলের ক্ষেত্রেও আমাদের জন্য কিছু বোনাস সময় আসে। তখন আমরা ইচ্ছে করলেই কয়েকগুণ বেশি সাওয়াব হাসিল করতে পারি। যেমনঃ রমজান মাস। হজ্বের মৌসুম। শবে কদর। শবে বরাত, ইত্যাদি। এসকল দিনগুলো আমাদের জন্য বোনাস সময়। আমাদের প্রত্যেকের আমলেই কোনো না কোনা ঘাটতি আছে, আর সে ঘাটতি পূরণ করার জন্যই এ দিনগুলোতে আমাদের জন্য বেশি বেশি আমল করা উচিৎ। তাহলে আমরা খুব সহজেই আমাদের আমলের ঘাটতিগুলো পুষিয়ে নিতে পারবো।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

রমজান মাসই হলো সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে পবিত্র কুরআন। যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোজা রাখবে।[৩২]

হযরত আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের প্রভু বলেন, রমজান মাসে প্রতিটা নেক কাজ দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়। আর রোজা

---

৩২. সুরা বাকারা, আয়াতঃ ১৮৫

আমার জন্য, আমি স্বয়ং এর প্রতিদান দিবো। বস্তুত রোজা হলো জাহান্নামের ঢাল স্বরূপ। রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কাছে মিশকের ঘ্রাণের চেয়েও অধিক সুগন্ধিযুক্ত।[৩৩]

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)

১ আমি একে নাযিল করেছি শবে কদরে।[৩৪]

২ শবে কদর সম্পর্কে আপনি কি জানেন?[৩৫]

৩ শবে কদর হলো এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।[৩৬]

৪ এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে।[৩৭]

৫ এটা নিরাপত্তা যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।[৩৮]

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে কিংবা উমরা করবে তার কোনো অপরাধ হবে না যে, সে এগুলোর তাওয়াফ করবে। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো সৎকাজ করবে। তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা উত্তম পুরষ্কারদাতা ও সর্বজ্ঞ।[৩৯]

---

৩৩. তিরমিযি শরীফ

৩৪. সুরা ক্বাদর, আয়াত: ১

৩৫. সুরা ক্বাদর, আয়াত: ২

৩৬. সুরা ক্বাদর, আয়াত: ৩

৩৭. সুরা ক্বাদর, আয়াত: ৪

৩৮. সুরা ক্বাদর, আয়াত: ৫

৩৯. সুরা বাকারা, আয়াত: ১৫৮

পাতি মাস্তান থেকে বাঁচার উপায়

আমরা কমবেশি সকলেই গোপন গুনাহ করে থাকি। কেউ ইচ্ছায় কেউ বা আবার অনিচ্ছায়। গুনাহ করার পর আমরা আফসোস করি। অনেকেই আমরা এই গোপন গুনাহ থেকে বাঁচতে চাই কিন্তু কী রেখে কী করবো তার কোনো উপায় খুঁজে পাই না। আজকের বাতলানো উপায়টি হয়তোবা অনেকের জন্য গোপন গুনাহ থেকে বাঁচার থেরাপি সরূপ হতে পারে। এর থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে–

প্রথমত তাকওয়া অর্জন করা।

দ্বিতীয়ত কঠিন হিম্মত করা।

যেমন ধরুন, বাচ্চারা অনেক সময় জিদ ধরে যে, 'ডিম ভেজে না দিলে আমি ভাত খাবো না!' কঠিন জিদ। ডিম ভাজা ছাড়া ভাত খাবে না খাবেই না। শেষ পর্যন্ত হয়-ও তাই। সবাই খেয়ে ফেলে কিন্তু ও খায় না। ওর ডিম ভাজা লাগবেই লাগবে। বাধ্যহয়ে, মা ওকে ডিম ভেজে দেয়।

অনুরূপ আমাদেরকেও জিদ ধরতে হবে যে, আমি গুনাহে যাবো না। গুনাহের কাজ করবো না। গুনাহ ছাড়বোই। দেখবেন যে, অবশ্য অবশ্যই শেষ পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আপনাকে নুসরত করবেন।

আরেকটি হলো, ঘনঘন আল্লাহ ওয়ালাদের বৈঠকে বসলে গুনাহ থেকে বাঁচা সহজ হয়ে যায়।

যেমন ধরুন, মাস্তানদের থেকে বাঁচার উপায় কী? যারা এলাকার পাতি মাস্তান, চাঁদাবাজ। এদের থেকে বাঁচার পথ কী? এদের থেকে বাঁচার উপায় একটাই; তা হলো– আমাকে বেশি বেশি এমপি-মন্ত্রীদের বৈঠকে

যেতে হবে। তাদের খোঁজ-খবর নিতে হবে। সুযোগ হলে তাদের সাথে সেলফি তুলে ফেসবুকে আপলোড দিতে হবে।
যখন এলাকার পাতি মাস্তানরা দেখবে যে, আমি ঘনঘন এমপি-মন্ত্রীদের বৈঠকে যাচ্ছি, তাদের খোঁজ-খবর নিচ্ছি, তাদের সাথে সেলফি তুলে ফেসবুকে আপলোডও করছি; তখন ও মনে মনে বলবে যে, আরে আল্লাহ...! ওর সাথে বেশি বাড়াবাড়ি করা যাবে না। ও তো অনেক বড় মানুষ! এমপি মন্ত্রীদের সাথে ওর সম্পর্ক। তাদের সাথে ওর সেলফি পাওয়া যায়। তিন রাস্তার মোড়ে এমপিদের সাথে ব্যানার-ফেস্টুনে ওর ছবিও দেখা যায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বড়বড় সাইনবোর্ড টানানো। সেখানে এমপি-মন্ত্রীদের সাথে ওর ছবি! এই ভেবে পাতি মাস্তানরা আমার কাছে আসবে তো দূরের কথা, ওরা আমাকে দেখলেই শুধু সেলুট দিবে। এটা হচ্ছে দুনিয়াদারদের সাথে সম্পর্কের বরকত।

ঠিক তেমনিভাবে, যখন গুনাহগার বান্দা আল্লাহ ওয়ালাদের দরবারে আসা-যাওয়া করে। তাদের সংস্পর্শে বসে। তাদের সাথে সুসম্পর্কও রাখে। তখন তাদের নেক সংস্পর্শে থাকার কারণে গুনাহগার বান্দার বহু গুনাহ থেকে বাঁচা সহজ হয়ে যায়। এবং শয়তানের ধোঁকা থেকেও বাঁচা সহজ হয়ে যায়।
কারণ, শয়তান তখন চিন্তা করে যে, 'ওর সাথে তো বড়দের সাথে সম্পর্ক! ওকে ধোঁকা দিয়ে তো আমি বেশি একটা সুবিধা করতে পারবো না। ও বড়দের কাছে যাবে, আলোচনা করবে, আর এদিকে আমার সব গোমর ফাঁস হয়ে যাবে!' এইজন্য শয়তানও এই ব্যক্তির কাছে আসতে ভয় করে।

এজন্য আমরা যারা নিজেরা বুঝি যে, এটা অপরাধ; তারা তো বুঝিই। আর যারা বুঝি না, তাদের জন্য উচিৎ হলো, ঘনঘন আলেম-উলামাদের দরবারে যাওয়া। তাদের সংস্পর্শে থাকা। তাদের সাথে মিল-মুহাব্বাত রাখা।

একটি কথা সবসময় মাথায় রাখা উচিৎ যে-

আমি ট্যাঙ্কির ছিদ্র বন্ধকরে দিলে; পানি যা দিবো তাই থাকবে,
গুনাহ করা বন্ধকরে দিলে; আমল যা করবো তাই থাকবে।

হযরত উমর রাযিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু খলিফা থাকাকালীন অবস্থায় মানুষের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য রাতের বেলা গ্রাম-গঞ্জের অলি-গলিতে বের হতেন। এক রাতে তাহাজ্জুদের পর তিনি হাঁটছেন। হঠাৎ দেখলেন, একটি ঘর থেকে কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সাধারণত কারো ব্যক্তিগত কথা আড়ি পেতে শোনা বৈধ নয়, কিন্তু দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনে তা বৈধ। কথাবার্তার ধরণ দেখে উমর রাযিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কৌতূহল জন্মালো। তিনি ঘরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালেন। শুনতে পেলেন, এক বৃদ্ধা তার মেয়েকে বলছে, 'বেটি! আজ তো উটের দুধ কম হয়েছে। এতো অল্প দুধ বিক্রিকরে দিন পাড় করা আমাদের জন্য কষ্টকর হবে, তাই দুধের সঙ্গে একটু পানি মিশিয়ে দাও।'

মেয়ে জবাব দিলো, 'মা! আমিরুল মুমিনিন তো আমাদেরকে দুধের সঙ্গে পানি মেশাতে নিষেধ করেছেন।' বৃদ্ধা বলল, 'আমিরুল মুমিনিন কী আমাদেরকে দেখছেন? তিনি হয়তো নিজ ঘরে ঘুমিয়ে আছেন। তুমি নিশ্চিন্তে পানি মেশাতে পারো।' এ কথার জবাবে মেয়ে বলল, 'মা! আমিরুল মুমিনিন এখানে নেই এবং হয়তো তার কোনো লোকজনও এখানে নেই; কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তো আছেন! তিনি তো আমাদেরকে দেখছেন! তার কাছে আমরা কী জবাব দিবো?'

হযরত উমর রাযিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু দেয়ালের ওপাশ থেকে সব কথাই শুনতে পাচ্ছিলেন। এতোটুকু শুনেই তিনি চলে এলেন। পরেরদিন লোক পাঠিয়ে সে ঘরের খোঁজ-খবর নিলেন। তারপর বৃদ্ধার কাছে পয়গাম পাঠালেন যে, আপনি সম্মত হলে আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিতে চাই।

এভাবে তাকওয়ার বদৌলতে মেয়েটি আমিরুল মুমিনিনের পুত্রবধু হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। এই বরকতময় ঘরের তৃতীয় পুরুষে জন্মগ্রহন করেন

খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি। যাকে পঞ্চম খলিফায়ে রাশেদ বলা হয়।

একমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমে গোপন গুনাহ থেকে বেঁচে তারা সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। তাদের তুলনায় আমাদের অবস্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তা কী আদৌ একবার ভেবে দেখার সুযোগটুকু হয়েছে?

চেয়ারম্যান বাড়ির ল্যাম্পপোস্ট

খুব অন্ধকার রাত্রিতে একজন পথিক একাকী পথ চলছেন। এলাকার এই সরু পথটার কোথাও কোনো আলো নেই। রিলিফের মাল হিসেবে পাওয়া সরকারি একমাত্র ল্যাম্পপোস্টটা চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ির সামনে। পথিকের এই পথ থেকে তা অনেক দূর। এখান থেকে তাকালে ঝাপসা ঝাপসা দেখায়। নিভু নিভু করে আলো জ্বলছে। এ পথটা ধরে পথিক চেয়ারম্যান বাড়ির দিকে যতো আগবো, ততোই সে আলো পাবে। অন্ধকারচ্ছন্ন এই পথ তার নিকট স্পষ্ট হতে থাকবে। ধীরে ধীরে যখন সে বাড়ির সামনে চলে আসবে, তখন নিঃসন্দেহে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট আলো পাবে।

ঠিক তেমনিভাবে, আমরা যখন মসজিদ থেকে দূরে থাকবো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার হুকুম-আহকামগুলোকে অবজ্ঞা করে চলবো, তখন আমরাও এই ব্যক্তির মতো অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবো। কোথাও কোনো আলো পাবো না। চারদিক শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার দেখাবে। আর আমরা যখন মসজিদমুখি হবো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার হুকুম-আহকামগুলোকে পূর্ণরূপে পালন করবো, তখন আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার নূরের আলো দ্বারা আলোকিত হবো।

পথিক অন্ধকার রাতে এতো কষ্টকরে পথ পাড়ি দিয়ে আসার সময় কেউ যেমন তার এই পথ চলার সাথী হয়নি বা তার কষ্টের বোঝা বহন করেনি,

ঠিক তেমনি আমরা যখন মসজিদ থেকে বিমুখ হয়ে যাবো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার হুকুম আহকাম থেকে দূরে সরে গিয়ে অন্তরে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার বহন করে চলবো, তখন আমাদের এই অন্ধকারত্বের বোঝা কেউ বহন করে নিবে না। কেউ আমাদের সাথী হবে না। কেউ আমাদেরকে ভালো বলবেও না ভালোবাসবেও না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তার পবিত্র কুরআনের মাঝে উল্লেখ করেন,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ*

আর কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না এবং কোনো ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি তার বোঝা বহনের জন্য কাউকে ডাকে, তবে তার বোঝার কোনো অংশই বহন করা হবে না, যদিও সে আত্মীয় হয়। তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করবে, যারা তাদের রবকে ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে। আর যে ব্যক্তি পরিশুদ্ধি অর্জন করে সে নিজের জন্যই পরিশুদ্ধি অর্জন করে। আর একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কাছেই আমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে।[৪০]

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ*

তোমরা যদি কুফরী করো, তবে (জেনে রাখো) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী; আর তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য

---

৪০. সুরা ফাত্বির, আয়াত: ১৮

কুফরী পছন্দ করেন না এবং তোমরা যদি শুকরিয়া জ্ঞাপন করো, তবে তিনি তা পছন্দ করেন।

আর কোনো বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করে না। অতঃপর তোমাদের রবের দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে। তখন তোমরা যে আমল করতে তিনি তা তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন। নিশ্চই তোমাদের অন্তরের বিষয়গুলো তিনি সম্যক অবগত।[৪১]

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ*

তা এই যে, কোনো বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না।[৪২]

---

৪১. সুরা যুমার, আয়াত: ৭

৪২. সুরা আন-নজম, আয়াত: ৩৮

ভালোবাসার ফ্রেম

আমরা কমবেশি সবাই ছবি তুলতে ভালোবাসি। কোথাও ঘুরতে বেরুলে আনন্দঘন মুহূর্তগুলো ক্যামেরাবন্দী করে স্মৃতির ফ্রেমে আবদ্ধ করে রাখি। সুন্দর কোনো মুহূর্ত, পরিবেশ, প্রকৃতির ছবি তুলতে পারলে আমরা তা যত্নকরে রেখে দেই। আবার এই পরিবেশ প্রকৃতির সাথে মিশিয়ে নিজের ছবি তুলে আমরা সেগুলো যত্নভরে রত্নের মতো স্মৃতির ফ্রেমে রাঙ্গিয়ে রাখি।

আচ্ছা আমাদের মনে শত কষ্ট থাকার পরও কি আমরা কখনো ক্যামেরার সামনে কষ্টের লুক দেই? কখনোই না। আমরা সবসময় ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে কিউট লুকে ছবি তুলতে ভালোবাসি। কারণ আমাদের খুব ভালো করেই জানা আছে যে, ক্যামেরার সামনে আমার এই মাত্র দুই সেকেন্ড হাসির দ্বারা আমার চেহারায় সারাজীবন হাসি ফুটে উঠবে। অর্থাৎ, ক্যামেরায় ছবি তোলার সময় যদি আমি হাসি, তাহলে সেই হাসি মুখটাই সারাজীবন এই ছবিতে ভেসে উঠবে। আজ থেকে নিয়ে পঞ্চাশ বছর পরও যদি আমি এই ছবিটার দিকে তাকাই, তাহলে তখনও আমাকে হাসি মুখে দেখা যাবে।

সুতরাং সময় মতো দুই সেকেন্ডের হাসি আমার মুখে সারাজীবন হাসি ফোটাবে। আর ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কিংবা ভুলে-ভালেও যদি সেই দুই সেকেন্ড মুখ গোমড়া করে রাখি, তাহলে সারাজীবন আমাদের মুখ গোমড়াই দেখাবে। এই ছবির উপর তখন হাজার ঘসামাজা করলেও তখন কোনো কাজে আসবে না।

ঠিক তেমনিভাবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদের উপর মাঝে মধ্যেই বিপদ দিয়ে দেখেন যে, আমরা তখন কেমন রিয়েক্ট করি! সে

বিপদের সময় আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার মুখাপেক্ষি হয়ে তাকে ডাকি নাকি আমরা শয়তানের প্ররোচনায় তাঁকে ভুলে বসে থাকি।
বিপদ আসলে আমাদেরকে মনে করতে হবে যে, আমাদের প্রত্যেকের জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার রিযিক বরাদ্দ। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককেই প্রাপ্ত রিযিকের উপর সন্তুষ্ট থাকা চাই। এর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালাকে দোষ না দেয়া। আমাদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা যা নির্ধারণ করেছেন এবং যতোটুকু নির্ধারণ করেছেন, আমরা তা এবং ততোটুকুই পাবো। এর থেকে কানাকড়িও বেশি পাবো না।
বিপদ আসলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার মুখাপেক্ষি না হয়ে তাঁর উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে আমাদের নিজের ইমেজ নষ্ট করা বোকামি বৈ আর কী হতে পারে?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাঁর পবিত্র কুরআনের মাঝে উল্লেখ করেন যে,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ*

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।[৪৩]

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ*

শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রতার পতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তোমাদেরকে তার

---

৪৩. সুরা বাকারা, আয়াত: ১৫৫

পক্ষ হতে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালাই প্রচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।[৪৪]

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ*

ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার প্রতি ঈমান আনে এবং শেষ দিবস, ফেরেশতাগন, কিতাব ও নবীগনের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতিম, অসহায়, মুসাফির ও প্রর্থনাকারীকে এবং বন্দীমুক্তিতে এবং যে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, কষ্ট দুর্দশা ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করে, তারাই সত্যবাদী তারাই মুত্তাকী।[৪৫]

---

৪৪. সুরা বাকারা, আয়াত: ২৬৮

৪৫. সুরা বাকারা, আয়াত: ১৭৭

বাচ্চারা দোষ করলেও আনন্দ লাগে

আমাদের সবার বাসায় কমবেশি বাচ্চা আছে। বাচ্চাদের সাথে আনন্দ ফুর্তি করতে আমরা সবাই ভালোবাসি। এই আনন্দ ফুর্তির জন্য ওদের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে আমরা সবাই মোটামুটি অভিজ্ঞ। ওদের হাসি কান্নার সাথেই আমাদের আবেগ-ভালোবাসা মিশ্রিত।

আচ্ছা বাচ্চারা যখন আনন্দ ফুর্তির মাঝে আমাদের শরীরে হাজত সেরে ফেলে, তখন কি আমরা রেগে আগুন হয়ে যাই? কখনোই না। বরং আমরা মুচকি হেসে মনকে এই বলে প্রমোদ দেই যে, থাক... না বুঝে করে ফেলছে।

সন্তান যখন বাবা-মায়ের গায়ে বা অন্য কোথাও বড় ইস্তিঞ্জা বা ছোট ইস্তিঞ্জা সেরে ফেলে, বাবা-মা কিন্তু তখন সেই সন্তানের উপর রাগ হন না; বরং আনন্দের সাথে তা পরিষ্কার করেন। বাচ্চাকে ধুয়ে মুছে সাফ করেন। নতুন জামা পরিয়ে আবার আগের মতো সাজিয়ে তুলেন।

আচ্ছা বাচ্চা পায়খানা করার পর নিজে নিজেই যদি বলে যে, 'আম্মু আমি আক্কা দিছি' তখন কিন্তু মা আরো বেশি খুশি হয়ে যান। আনন্দচিত্তে বাচ্চাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেন।

আবার অন্যদিকে এই বাচ্চাটাই যখন ময়লা দিয়ে মাখানো থাকে আর মা গোসলখানার দিকে নিয়ে যায় পরিষ্কার করাতে, তখন যদি বাচ্চাটা চিৎকার চেঁচামেচি করে বলে যে, 'আমি আক্কা দেই নাই, আমি গোসল কব্বো না', এমন করলে কিন্তু নিশ্চিত মায়ের হাতে বাচ্চাটা মার খাবে। কেনো? কারণ একে তো ময়লা দিয়ে মাখামাখি, তারউপর আবার স্বীকার করতে চাচ্ছে না। গোসল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে চাইছে না।

ঠিক তেমনিভাবে, বান্দা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার নিকট বাচ্চাদের মতো। যখন সে গুনাহ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার নিকট স্বীকার করবে, এক মনে এক ধ্যানে তাঁর নিকট ক্ষমা চাইবে, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সেই বান্দার গুনাহ সমূহ আনন্দচিত্তে ক্ষমা করে দিবেন ইন শা আল্লাহ।

আর যখন গুনাহ করার পর স্বীকার করতে চাইবে না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার নিকট তাওবা করবে না, তখন নিশ্চিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সেই বান্দার উপর রাগান্বিত হবেন।

বাবা মা যেমন বাধ্য সন্তানের ময়লা সাফ করে আনন্দ লাভ করেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালাও তার বাধ্যগত বান্দার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে আনন্দ লাভ করেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তার পবিত্র কুরআনের মাঝে উল্লেখ করেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ*

(হে নবী) আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালাকে ভালোবাসো, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ করো। তবেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং ক্ষমাও করে দিবেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[৪৬]

وَسَارِعُوْا إِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ*

---

৪৬. সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১

আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে। যার পরিধি আসমান সমূহ ও জমিনের সমান। যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।[৪৭]

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ*

আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালাকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আর একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ছাড়া কে তাদের গুনাহ ক্ষমা করবে? তারা যা করেছে, জেনে শুনে তারা তা বারবার করে না।[৪৮]

أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ*

এরাই তারা, যাদের প্রতিদান তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর আমলকারীদের প্রতিদান কতোই না উত্তম।[৪৯]

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ*

কাজেই তুমি ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার ওয়াদা সত্য। আর তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করো।[৫০]

---

৪৭. সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৩
৪৮. সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৫
৪৯. সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৬
৫০. সুরা মু'মিন, আয়াত: ৫৫

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ*

আর তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন। তার তোমরা যা করো, তা তিনি জানেন।[৫১]

৫১. সুরা আশ-শূরা, আয়াত: ২৫

অটোর গতি

আমাদের দেশে অটোরিকশা এখন এভেইলেবেল। একটা সময় ছিলো, যখন অটোরিকশার কথা মানুষ কল্পনাও করতে পারতো না। তখন সর্বত্র পা-চালিত রিকশা ছিলো। খুব কষ্ট করে তাদেরকে রিকশা চালাতে হতো। প্যাডেল দিলে রিকশা সামনে আগাবে, নয়তো না। এ যাত্রায় মুরব্বি রিকশা চালকদের অনেক বেশি কষ্ট হয়ে যেতো। আমার মনে আছে, ছোটবেলায় আমি কখনো মুরব্বি রিকশা চালকের রিকশায় উঠতাম না। এটা আমার বিবেক বাঁধা দিতো। মুরব্বিদের রিকশা চালাতে দেখলে আমার খুব খারাপ লাগে; আর সেটা এখনও। যদিও এখন অটোরিকশা অহরহ; তবুও মুরব্বি তো মুরব্বি-ই।

এইতো কিছুদিন আগে চাচা হৃদয় ছোঁয়া এক কারগুজারি শোনালেন। আজ থেকে বিশ বছর আগে আমাদের এলাকায় জর্ডান থেকে একটি তাবলিগের জামাত আসে। বয়স্ক আমির সাহেব খুব নম্র-ভদ্র গোছের লোক। পাশের মহল্লার মসজিদে তাকে আসরের নামাজের পর বয়ান করতে হবে। বাবা আমির সাহেবকে সাথে নিয়ে মসজিদের উদ্দেশ্যে আসরের আগে আগেই বেরুলেন। তখন পথের একমাত্র জানবাহন পা-চালিত রিকশা। একজন রিকশাওয়ালাকে ডাকা হলো। বাবা আমির সাহেবকে বললেন রিকশায় উঠতে, কিন্তু তার কপালে চিন্তার ভাঁজ; 'একজন মানুষ আমাদের দু'জনকে টেনে নিয়ে যাবে এটা কোন ধরণের মানবতা!' কোনে মতেই আমির সাহেবকে রিকশায় উঠানো গেলো না। বেচারা আমির সাহেব পায়ে হেঁটে যেতে রাজি, তবুও তিনি রিকশায় উঠবেন না।

পায়ে হেঁটেও মসজিদে যাওয়া যেতো; কিন্তু মসজিদ এতোটুকু দূর যে, পায়ে হেঁটে গেলে নামাজ তো দূরের কথা বয়ান ধরতে পারবে কিনা সন্দেহ। অবশেষে বাবা তাকে বেবি (সি.এন.জির আগের ভার্সন, তেলে

চালিত) ভাড়া করে সেই মসজিদে নিয়ে গেলেন। কারগুজারি শোনার পর আমি চাচাকে বললাম, 'আমির সাহেব যদি এখন আমাদের দেশে আসতেন, তাহলে নির্দিধায় তিনি অটোরিকশায় চড়ে বসতেন।'

বর্তমান সময়ে অটোর সাথে সাথে পা-চালিত রিকশাও আমাদের দেশে এভেইলেবেল। এখন ইচ্ছেটা শুধুমাত্র আপনার, আপনি অটো চালাবেন নাকি পা-চালিত রিকশা চালাবেন! কেউ যদি আমাকে এই দুটি অপশন দেয়, তাহলে আমি অটোকেই বেছে নিবো। কারণ সারাদিন আমাকে কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে না, ঘন্টাখানেক পর পর আমাকে বিশ্রাম নিতে হবে না, দিনশেষে আমার পা'ও ব্যথা করবে না। শুধুমাত্র রিকশার স্টিয়ারিংটা ধরে বসে থাকলেই হলো। আমার ফোকাস ঠিক থাকলে অটো আমাকে নিয়ে যাবে দূর হতে বহুদূর।

অটোরিকশা একদিনে যে পরিমাণ লক্ষ্যবস্তু স্থির করতে পারে, পা-চালিত রিকশার একদিনে ঐ পরিমাণ কখনোই সম্ভব না। অটোতে এটা কেনো সম্ভব? কারণ তার পেছনে ব্যাকাপ আছে। পেছন থেকে ধাক্কা দেয় আর সে নিশ্চিন্তে সামনে আগায়। ফলে চালকের তেমন কষ্ট হয় না, দিনশেষে তার ক্লান্তিও আসে না।

অপরদিকে পা-চালিত রিকশার পেছনে ব্যাকাপ না থাকায় পেছন থেকে তাকে কেউ ধাক্কাও দেয় না আর সে দ্রুত গতিতে সামনেও আগায় না। যতোটুকু সামনে আগায় নিজের পায়ের জোরে আগায়। বেচারা অর্ধদিনেই হাঁপিয়ে ওঠে। ক্লান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে যায়। কেউ কেউ যদিওবা পূর্ণদিবস কাজ করে, কিন্তু একজন অটোওয়ালা যে পরিমাণ লক্ষ্যবস্তু স্থির করতে পারে, পা-চালিত রিকশাওয়ালা তার ধারে কাছেও যেতে পারে না।

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে– অটোর যতো গতিই থাকুক, দিনশেষে কিন্তু তাকে চার্জে ঠিকই বসাতে হয়। একরাত চার্জে না বসালে পরেরদিন সে অটো আর রাস্তায় বেরুতে পারে না, চলতেও পারে না।

ঠিক তেমনিভাবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদেরকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন, এখন ইচ্ছেটা আমাদের। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ বুকে ধারণ করে মহান আল্লাহ সুবহানাহু

ওয়া তা'য়ালার পথে চলবো নাকি রাসূলুল্লাহ'র আদর্শে চুনকালি মেখে উযবুকের ন্যায় ঘুরে বেড়াবো!

রাসূলুল্লাহ'র আদর্শ মেনে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার পথে চলার অর্থ হলো অটোরিকশার মতো পেছনে ব্যাকাপ থাকা। আমরা শুধু ইসলামের হুকুম-আহকামের স্টিয়ারিংটা ধরে রাখবো, গন্তব্যে পৌঁছানোর দায়িত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার। আর যদি ব্যাকাপ না থাকে, তাহলে শতকষ্ট করেও লক্ষ্যবস্তু স্থির করা যাবে না।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে– অটোর যেমন চার্জ শেষ হয়ে যায়, অনুরূপ আমাদের ঈমানেরও পাওয়ার কমে যায়। এজন্য আমাদেরকে বেশি বেশি বড়দের মজলিসে বসা চাই। তাদের কথা শুনে নিজের ঈমানকে আরো অনেকগুণ বেশি পাকাপোক্ত করা চাই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাঁর পবিত্র কুরআনের মাঝে উল্লেখ করেন যে,

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ *

বলো, 'তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো'। তারপর যদি তার মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না।[৫২]

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *

এগুলো হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সীমারেখা। আর যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এটা মহা সফলতা।[৫৩]

---

৫২. সুরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৩২

৫৩. সুরা নিসা, আয়াত: ১৩

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ*

আর যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর সীমারেখা লঙ্ঘন করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।[৫৪]

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا*

হে মুমিনগন! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার ও তাঁর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ করো তাহলে তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করাও, যদি তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখো। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।[৫৫]

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا * ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا*

আর যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, তারা তাদের সাথে থাকবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা যাদের উপর

---

৫৪. সুরা নিসা, আয়াত: ১৪

৫৫. সুরা নিসা, আয়াত: ৫৯

অনুগ্রহ করেছেন– নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে।
আর সাথী হিসেবে তারা হবে উত্তম।
এই অনুগ্রহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার পক্ষ হতে। আর সর্বজ্ঞ
হিসেবে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালাই যথেষ্ট।[৫৬]

---

৫৬. সুরা নিসা, আয়াত: ৬৯-৭০

রান্নাঘরের ধোঁয়া

ছোটবেলা থেকে লাকড়ির চুলায় রান্না দেখতে দেখতে আমরা বড় হয়েছি। গ্যাসের চুলা এখন আমাদের দেশে অহরহ। একটা সময় আমাদের মা-চাচিরা লাকড়ির চুলায় রান্না করতে অব্যস্থ ছিলেন। শহরে এখন গ্যাসের প্রচলন থাকলেও আমাদের দেশ-গ্রামে লাকড়ির চুলার প্রচলন অনেক বেশি। গ্যাসের রান্না থেকে যে লাকড়ির চুলার রান্না বেশি মজা হয়– সে দলিল প্রমাণ দিতে না হয় না-ই গেলাম।

আজকে লাকড়ির চুলার একটি অভিজ্ঞতা শেয়ার করবো। লাকড়ি দিয়ে রান্না করতে গেলে ধোঁয়া বেরোয়। কালো ধোঁয়া। চোখে মুখে আসলে অন্ধকার লাগে। মাঝে মধ্যে চোখ জ্বালাপোড়াও করে।

আবার চুলার উপর যে পাত্র বা পাতিল বসানো থাকে, সে পাত্র থেকেও ধোঁয়া বেরোয়। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে– দুইটা দু'রকমের ধোঁয়া। পাত্র থেকে যেটা বেরোয়, সেটা বাষ্প জাতীয়। খানিকটা উপরে উঠে কোয়াশার পানির মতো মিশে যায়। আর চুলা থেকে যেটা বেরোয়, সেটা অন্ধকার-কালো।

দুটো ধোঁয়া একই সাথে উঠতেছে কিন্তু পাতিলের ধোঁয়াটা একটু উপরে উঠেই হাওয়ার সাথে মিলিয়ে যাচ্ছে আর চুলোর সে কালো ধোঁয়া পরিবেশ দূষিত করছে। যেমন– পাতিলে লেগে তা কালো হয়ে যাচ্ছে, দেয়াল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কিংবা উপরের টিনের চালে জড়িয়ে আছে।

পাতিল থেকে বের হওয়া সেই বাষ্প নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। কারণ ধোঁয়ার মতো দেখালেও বাষ্পের মতো সহজেই মুছে যাচ্ছে।

আমাদের মাথা ব্যথা হলো– চুলো থেকে বের হওয়া সেই কালো ধোঁয়া নিয়ে। ওটা যেখানে লাগছে সেখানেই ডিটারজেন্ট পাউডার কিংবা ভীম সাবান দিয়ে খুব ভালোভাবে ধুতে হচ্ছে। ধোঁয়াগুলো এমনভাবে লেপ্টে আছে যে, যদি সাবান দিয়ে তা ঘসে মেজে না ধোয়া হয়; তাহলে তা কিছুতেই উঠছে না।

ঠিক তেমনিভাবে, আমাদের জীবনে আমরা দু'ধরণের গুনাহ করে থাকি।

১. গুনাহে ছগীরা।
২. গুনাহে কবীরা।

ছগীরা গুনাহ হচ্ছে পাতিল থেকে বের হওয়া সেই বাষ্পের মতো। যা সামান্য ভালো কাজের দ্বারাই মুছে যাচ্ছে। যেমনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুম'আ হতে আরেক জুম'আ, এক রমজান হতে আরেক রমজান এর মধ্যবর্তী সকল গুনাহের কাফ্ফারা হবে যদি কবীরা গুনাহ সমূহ থেকে বিরত থাকা যায়'।[৫৭]

দ্বিতীয়ত হলো কবীরা গুনাহ। এই গুনাহ চুলো থেকে বের হওয়া সেই কালো ধোঁয়ার মতো। তাওবা না করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদেরকে ক্ষমা করবেন না। এই গুনাহের জন্য আমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাঁর পবিত্র কুরআনের মাঝে উল্লেখ করেন যে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ

৫৭. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৪

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ*

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার নিকট তাওবা করো, খাঁটি তাওবা। আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। নবী ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সেদিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা লজ্জিত করবেন না। তাদের আলো তাদের সামনে ও ডানে ধাবিত হবে। তারা বলবে, 'হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের আলো পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।'[৫৮]

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ*

নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার পথে বাঁধা দিয়েছে; অতঃপর কাফির অবস্থায় মারা গেছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।[৫৯]

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهٗ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ*

সে বলল, 'হে আমার রব, নিশ্চয়ই আমি আমার নফসের উপর জুলুম করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন'। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[৬০]

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰۗىِٕكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا*

---

৫৮. সুরা তাহরীম, আয়াত: ৮

৫৯. সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৩৪

৬০. সুরা ক্বাসাস, আয়াত: ১৬

তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। পরিণামে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাদের পাপগুলোকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[৬১]

وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ۭ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ *

আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও। তারপর তারে কাছে ফিরে যাও, (তাহলে) তিনি তোমাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উত্তম ভোগ-উপকরণ দিবেন এবং প্রত্যেক আনুগত্যশীলকে তাঁর আনুগত্য মুতাবিক দান করবেন। আর যদি তারা ফিরে যায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তোমাদের উপর বড় একদিনের আযাবের ভয় করছি।[৬২]

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۭ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا *

তখন তুমি তোমার রবের প্রশংসা তাসবীহ পাঠ করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী।[৬৩]

---

৬১. সুরা ফুরক্বান, আয়াত: ৭০

৬২. সুরা হুদ, আয়াত: ৩

৬৩. সুরা নাসর, আয়াত: ৩

গল্পের পরিশিষ্টঃ

ছগীরা গুনাহ– ছগীরা গুনাহ অর্থ ছোট গুনাহ। যে সকল গুনাহের ব্যপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করেছেন কিন্তু কোনো শাস্তির কথা বলেননি। যা নেক আমল করলেই ক্ষমা হয়ে যায়, তাওবার প্রয়োজন হয় না। যেমনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুম'আ হতে আরেক জুম'আ, এক রমজান হতে আরেক রমজান এর মধ্যবর্তী সকল গুনাহের কাফ্ফারা হবে যদি কবীরা গুনাহ সমূহ থেকে বিরত থাকা যায়'।[৬৪]

ছগীরা গুনাহের উদাহরণঃ

১. নামায অবস্থায় কাপড়, দাঁড়ি বা শরীরের কোনো অঙ্গ নিয়ে খেলা করা।
২. কাউকে গালি প্রদান করা।
৩. হিংসা করা।
৪. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া।
৫. নামাযরত অবস্থায় এদিক-সেদিক দৃষ্টিপাত করা।
৬. জুম'আর ২য় আযানের সময় বেচা-কেনা করা।
৭. কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোনো মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাবের উপর তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে অন্যজন প্রস্তাব করা।
৮. বেচাকেনার ক্ষেত্রে কেউ দরদাম করছে এমতাবস্থায় তার শেষ হওয়ার আগে আরেকজন এসে দরদাম শুরু করা।
৯. স্ত্রীকে এক বৈঠকে একাধিক তালাক দেয়া।
১০. অতিরিক্ত ঝগড়া-ঝাটি করা।
১১. গীবত শুনে চুপ থাকা।
১২. পাপাচারী লোকদের সাথে (সংশোধন ও দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া) উঠবস করা।

---

৬৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৪

১৩. খোলা স্থানে কিবলার দিকে মুখ করে বা কেবলাকে পেছনে করে পেশাব-পায়খানা করা।

১৪. বিনা প্রয়োজনে অহেতুক কথাবার্তা বলা।

১৫. বিনা কারণে পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া, ইত্যাদি।

একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে, ছগীরা গুনাহ বারবার করলে তা কবীরা গুনাহে পরিণত হয়। যেমনঃ হযরত উমর ও ইবনে আব্বাস প্রমুখ সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে যে,

لَا صَغِيْرَةَ فِي الْإِصْرَارِ وَلَا كَبِيْرَةَ فِي الْإِسْتِغْفَارِ

বারবার ছগীরা গুনাহ করলে সেটি আর ছগীরা থাকে না এবং ক্ষমা প্রর্থনা ও তাওবা করলে আর কবীরা থাকে না।[৬৫] যেমন পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া ছগীরা গুনাহ কিন্তু বারবার তাকালে তা কবীরা গুনাহ হয়ে যাবে।[৬৬] সেজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে তাকীদ করেছেন। তিনি বলেন, 'হে আয়েশা! ক্ষুদ্র গুনাহ থেকেও সাবধান হও। কারণ সেগুলোর জন্যও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার নিকট জবাবদিহি করতে হবে।'[৬৭]

কবীরা গুনাহ– কবীরা গুনাহের আভিধানিক অর্থ বড় গুনাহ। আর শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল কাজ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং সে সকল কাজের জন্য শাস্তির বিধান অথবা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার রাগের কথা ঘোষণা রয়েছে, তাকে কবীরা গুনাহ বলা হয়।

---

৬৫. নববী, মুসলিম ২/৮৭

৬৬. ইবনু তাইমিয়্যাহ, মাজমূ' ফতওয়া ১৫/২৯৩

৬৭. ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৩; মিশকাত হা/৫৩৫৬

কবীরা গুনাহের সংখ্যা কতো?

স্থান-কাল-পাত্র ভেদে হাদীস শরীফে কবীরা গুনাহ তিন, চার বা সাতটি বলা হয়েছে। আল্লামা জাহাবি (রহঃ) 'আয-যাওয়াজের' নামক গ্রন্থে কবীরা গুনাহ ৪৬৭টি বলে উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা মুফতি শফি (রহঃ) 'ইনযারুল আশায়ের' নামক গ্রন্থে কবীরা গুনাহ ৮৩টি ছগীরা গুনাহ ১২৬টি বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রসিদ্ধ কিছু কবীরা গুনাহঃ

১. শিরক করা।
২. মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়া।
৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।
৪. ব্যভিচার করা। নিজের স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো নারী বা নিজ স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করা।
৫. চুরি করা।
৬. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা।
৭. মিথ্যা অপবাদ ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।
৮. পণ্যে ভেজাল মিশ্রিত করা।
৯. ওয়াদা ভঙ্গ করা।
১০. মিথ্যা বলা ও ধোঁকা দেওয়া।
১১. খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখা।
১২. মাপে কম দেওয়া।
১৩. অন্যায়ভাবে কারো জমি দখল করা।
১৪. শ্রমিকের মজুরি কম দেওয়া বা না দেওয়া।
১৫. জুয়া খেলা ও লটারি ধরা।
১৬. নেশাজাতীয় দ্রব্য খাওয়া বা পান করা।
১৭. সুদ খাওয়া।
১৮. ঘুষ খাওয়া।

১৯. চাঁদাবাজি বা জোর-জুলুম করে অর্থ-সম্পদ লুটে নেওয়া।

২০. অনাথ, এতিম ও বিধবাদের সম্পদ গ্রাস করা।

২১. আমানতের খিয়ানত করা।

২২. অহংকার করা, অন্যকে হেয় করা।

২৩. কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া।

২৪. নিজের স্ত্রী, কন্যা, বোন ও অন্য অধীন নারীদের পরপুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা করতে দেওয়া।

২৫. স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে আবার তাকে নিয়েই ঘর-সংসার করতে থাকা।

২৬. চোগলখুরি করা।

২৭. গীবত-পরনিন্দা তথা কারো অগোচরে তার বদনাম করা, যদিও তা সত্য হয়।

২৮. হস্তমৈথুন করা।

২৯. অসৎ কাজ দেখে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাঁধা না দেওয়া।

৩০. তাকদিরের উপর আস্থা ও বিশ্বাস না রাখা।

৩১. অবহেলা করে নামাজ কাজা করা, রোজা না রাখা, যাকাত না দেয়া ও হজ্জ ফরজ হওয়া সত্ত্বেও আদায় না করা।[৬৮]

---

৬৮. বুখারী হা/৬৮৫৭; ফতওয়ায়ে আলমগিরি ৩/৫৩২; মিরকাত ১/২২১

শীতের আনন্দ পা ঢেকে রাখা

ছয় ঋতুর ভিন্ন ভিন্ন রঙে রঙিন আমাদের প্রিয় দেশ। কিন্তু বছরের বেশিরভাগ সময়ই গরমে আমাদের জীবন কাটে। মাত্র দু'তিন মাসের জন্য আমাদের বাংলার বুকে নেমে আসে এক আশ্চর্য শীতলতা।

হেমন্তের অন্তে শীতের কোমল ছোঁয়া লাগে সর্বত্র। পৌষ, মাঘ মাসে কয়েকদিনের জন্য শীতের প্রবল প্রকোপ পড়ে আর সেটার টের পাই আমরা শীতের সকালে। শীতের সকাল থাকে শীত আর কোয়াশার চাদরে ঢাকা। সবকিছু খুব ঘোলা দেখায়। ঘাস ভেজা থাকে শিশিরে। সূর্য উঠলে শিশির ফোঁটা মুক্তোর মতো ঝরঝরে হয়। দরিদ্র লোকেরা প্রচণ্ড শীতে খড় জড়ো করে আগুন জ্বালায়। প্রাণীগুলোও অসহায় হয়ে পড়ে। তারা নিজেকে ঘরের কোণে লুকিয়ে রাখে এবং বাহিরের ঠাণ্ডা থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে।

শীতের সকাল মানুষের মনের মাঝে এক বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি করে। কোয়াশায় ঢাকা চারপাশে তাকালে মন কেমন বিষণ্ন হয়ে পড়ে। শীতকালে আমরা একটু কাবু হয়ে পড়লেও শীতের সকালে রয়েছে এক অপরূপ রূপ। রাত্রির কালো পর্দা সরিয়ে এক রৌদ্রদীপ্ত সোনালী দিন উপহার দেয় শীতের সকাল।

কখনো কখনো সারাদেশে শৈত প্রবাহ বয়ে যায়। আমরা তা থেকে বাঁচতে বিভিন্ন জামা কাপড়ের সাহায্য নেই। জামা কাপড়ের সাহয্যে আমরা সবথেকে বেশি আনন্দলাভ করি তখন; যখন আমাদের পা ঢাকা থাকে। কারণ, শীতকালের নিয়ম হচ্ছে– পা ঢেকে রাখা, তাহলে পুরো শরীর গরম

থাকবে। আর গ্রীস্মকালে পা খোলা রাখা, তাহলে পুরো শরীর ঠান্ডা থাকবে। এটাই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে উভয়কালেই খুব শান্তিতে থাকা যাবে।

ঠিক তেমনিভাবে, রাস্তা-ঘাটে বেরিয়ে যদি আমরা আমাদের চোখ খোলা রাখি; অর্থাৎ দৃষ্টি অবনত না রাখি, তাহলে আমাদের ঈমানটাও ক্ষতিগ্রস্তহয়ে ঠান্ডা হয়ে যাবে। আমাদের ঈমান আর গরম থাকবে না। ঈমানে কোনো নূর থাকবে না। ব্যক্তির নূরহীন ঈমান দিন দিন নষ্ট হয়ে যায়। কারণ, ঈমান ঠান্ডা মানে অন্তর ঠান্ডা। ঈমানে কোনো তেজ নেই অর্থাৎ গোনাহে ভরপূর।

পক্ষান্তরে, আমরা যদি বাহিরে বেরিয়ে চোখ বন্ধ রাখি, দৃষ্টি অবনত রাখি। তাহলে আমাদের ঈমান গরম থাকবে। ঈমানে নূরও থাকবে। এই নূরের কারণে আমাদের ঈমানী শক্তিটাও সতেজ থাকবে, ইন শা আল্লাহ।
শীতকালে যেমন পা ঢেকে রাখতে হয় আর গরমকালে পা খোলা রাখতে হয়। ঠিক তেমনি, রাস্তায় বেরুলে চোখ বন্ধ রাখতে হয় আর ঘরে প্রবেশ করলে চোখ খোলা রাখতে হয়। কারণ, রাস্তা-ঘাটে বেগানা নারীদেরকে দেখলে আমাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। ক্ষতিগ্রস্ত ঈমান দিনদিন নিস্তেজ হয়ে পড়বে।
কিন্তু ঘরে এর সম্পূর্ণ বিপরীত, ঘরে এসে আমাদের স্ত্রীকে দেখলে গুনাহ তো দূরের কথা, উল্টো আরো আমাদের আমল নামায় সাওয়াব লিখা হবে।

হযরত আলী রাযিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় এক লোক মদিনায় কোনো এক গলি পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। তখন একটি রমণীর প্রতি তার দৃষ্টি পতিত হয়। রমণীরও তার প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়। শয়তান সে দু'জনের মাঝে কু'মন্ত্রণা যুগিয়ে দেয়। ফলে তারা একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকিয়েই থাকে। পুরুষ লোকটি একটি দেয়ালের দিকে চলতে ছিলো। দেয়ালের কাছে গিয়ে পৌঁছে হঠাৎ করে দেয়ালে জোড়ে ধাক্কা খেলো। এতে তার

নাক ফেটে গেলো। রক্তও বেরুলো। তখন সে বলল, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কসম! আমি এই রক্ত ধৌত করবো না।
সুতরাং সে লোকটি রক্তাক্ত অবস্থাতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন। ঘটনার বর্ণনা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এটা হলো তোমার গুনাহের শাস্তি।'
এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে আয়াতও নাযিল করেন। তিনি বলেন-

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ*

আপনি মুসলমান পুরুষদেরকে বলে দিন, যেনো তারা তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং নিজ নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কথা। নিশ্চই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সবকিছুই জানেন তারা যা কিছু করে থাকে।[৬৯]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন যেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম করেছি ওগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করো না। হারাম জিনিস হতে চক্ষু নিচু করে নাও। যদি আকস্মিকভাবে পড়েই যায়, তবে সাথে সাথে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নাও।

হযরত বুরাইদা রাযিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাযিআল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বলেন, 'হে আলী! তুমি দৃষ্টির উপর দৃষ্টি ফেলো না। হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে ওটা তোমার জন্য ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার জন্য ক্ষমার যোগ্য নয়।'[৭০]

---

৬৯. সুরা নূর, আয়াত: ৩০
৭০. আবূ দাউদ শরীফ

যার চেহারা সুন্দর তার প্রতি সবার নজর

একটি মজলিসে অনেকগুলো লোক বসে আছে। তারা পরস্পর গল্প কিংবা কোনো পরামর্শ করছে। এখানে সাধারণত আমাদের দৃষ্টি কার উপর পড়বে? নিশ্চয়ই মজলিসের মাঝে যে সবথেকে সুন্দর, গুছিয়ে কথা বলছে তার উপর। অন্য কারো উপর সাধারণত আমাদের দৃষ্টি পড়বে না। আর এটাই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।

ঠিক তেমনিভাবে, যে ব্যাক্তির দিল সুন্দর। অন্তর পরিস্কার। আমল ভালো। চরিত্র সুন্দর; তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তার প্রতিই তাকান। তার প্রতিই তাঁর রহমতের দৃষ্টি দেন।

আজকের সমাজের যুবকেরা নারীর দৃষ্টিতে আকর্ষিত হওয়ার জন্য কতো কিছুই না করে থাকে... এতো কিছু করার কারণ কী? কারণ হলো, যুবক সর্বদা মানুষিক কষ্টে ভোগে। ভাবে–
আমাকে কেনো নারীরা পছন্দ করে না!
কেনো আমার প্রতি নারীরা আকর্ষিত হয় না!
কেনো আমার দিকে তারা তাকায় না!
যাতেকরে, মানুষ তার দিকে তাকায়, নারী তার প্রতি আকর্ষিত হয়, এই জন্য যুবক ছেঁড়া প্যান্ট পরে। বাজার থেকে নতুন প্যান্ট কিনে এনে বিভিন্ন জায়গায় কেটে ডিজাইন বানায় আর মনে মনে বলে যে, 'আমার দিকে তাকাবি না আবার; এবার এমন ডিজাইন করেছি যে, তোর তাকাতেই

হবে, এতে আমাকে পাগল বলো আর ছাগল বলো তাতে আমার কিছু যায় আসে না!'

আচ্ছা এরপরেও যদি না তাকায় তখন কী করবে? ছেলে হয়ে মেয়েদের মতোকরে চুল রাখবে, সজারু কার্টিং করবে, দুইপাশ দিয়ে নাই; মাঝ দিয়ে ইয়া বড় বড় রাখবে, বানরের মতো কালার করবে, লাল-নীল-সবুজ আরো কতো কী...!

এতো কিছু করার পরও মানুষ তার দিকে তাকায় না, তাকে পাত্তা দেয় না; তখন সে কানে দুল পরে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ওকে বানাইছে পুরুষ, আর ও কানে পরছে দুল। নারীর রূপ ধারণকরে বলবে যে, 'দেখো দেখো আমি নারীর বেশ ধারণ করেছি, তোমরা এবার আমার দিকে তাকাও!'

মানুষ তারপরও যদি তার দিকে না তাকায়, তখন সে হাতে টায়ার-টিউব-লোহা-লক্কর কতো কিছু যে পরে... গুলিস্তানের ফুটপাত থেকে কিনে এনে হাতের আঙ্গুলের মাঝে কী কী যেনো দেয়! প্রত্যেক আঙ্গুলের বৈশিষ্টও নাকি আলাদা আলাদা।

আচ্ছা যুবকের এতো আয়োজন কেনো? এতো কিছু কেনো করে? কারণ একটাই– ওর মনে শান্তি নেই। ও যার, তাঁর সাথে কানেকশন নেই। যুবকরা আজ দিশেহারা। মানুষিক কষ্টে ভোগে। মানুষ ওর প্রতি তাকায় না। আচ্ছা মানুষ ওর প্রতি তাকাবে কী করে? যে রব ওকে মায়া মুহাব্বাত করে সৃষ্টি করেছে; সেই রবের সাথেই তো ওর কোনো কানেকশন নেই। রবের জন্য ওর ভালোবাসা নেই। মায়া-মুহাব্বাত নেই। ওর অন্তরে রবের পক্ষথেকে বিন্দুমাত্র রহমতও নেই। অন্তরে শুধু আগুন আর আগুন। আর বাস্তব কথা হলো, যার প্রতি রবের রহমত নেই তার প্রতি কারো রহমত নেই।

আরেকটু সহজকরে বলি, এতিম শিশুকে কে দাম দেয় বলুন তো? কে ওকে ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করে? কে ওর প্রতি তাকায়? দু'একজন অতি মানবিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার বান্দা ব্যতীত কেউ ওর খোঁজ-খবর নেয় না। ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করে না।

আর যে শিশুর বাবা-মা আছে। ভালো বংশ আছে। পোশাকে বোঝা যায় যে, ও ভালো ঘরের সন্তান; তো ওর প্রতি সবাই তাকায়। সবাই ওকে ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করে। খোঁজ-খবর নেয়।

যে পথশিশু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। রেল লাইনে ঘুমায়। চুরি-বাটপারি করে। ওর প্রতি কেউ তাকায় না। কেউ ওকে মূল্যায়ন করে না। ওর হালপুরুস্তি কেউ জিজ্ঞেসও করে না।
ঠিক তেমনি, যুবকের সাথে যদি সরাসরি রবের সাথে কানেকশন থাকে, তাহলে যুবক যেনো ভালো ঘরের সন্তানের মতো। নতুবা, উদভ্রান্ত যুবক এতিমের সমতূল্য।

যুবকের সাথে রবের সম্পর্ক-

হযরত সুহাইব রাযিআল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:
পূর্ববর্তী যুগে এক বাদশাহ ছিলো। তার ছিলো এক যাদুকর। বার্ধ্যক্যে পৌঁছে সে বাদশাহকে বলল, 'আমি তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, সুতরাং একজন যুবককে আপনি আমার নিকট প্রেরণ করুন, যাকে আমি যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিবো।' যাদুকরের কথামতো বাদশাহ তার কাছে এক যুবক প্রেরণ করলো। যুবকের যাত্রাপথে ছিলো একজন আলেম। যুবক তার কার্ছে বসলো এবং তার কথা শুনলো। তার কথা যুবকের খুবই পছন্দ হলো। এরপর থেকে যুবক যাদুকরের নিকট যাত্রাকালে সর্বদাই তার কাছে বসতো ও তার কথা শুনতো। তারপর সে যখন যাদুকরের নিকট যেতো দেরি হওয়ার কারণে যাদুকর তাকে মারধর করতো। ফলে যাদুকরের ব্যাপারে সে আলেমের নিকট অভিযোগ করলো। আলেম বলল, 'তোমার যদি যাদুকরের ব্যপারে ভয় হয় তবে বলবে, আমাকে বাড়ি থেকে আসতে দেয়নি। আর যদি তুমি গৃহকর্তার ব্যপারে আশঙ্কাবোধ করো তবে বলবে, আমাকে যাদুকর বিলম্বে ছুটি দিয়েছে।

যুবকের দিনগুলো এভাবেই অতিবাহিত হচ্ছিলো। একদিন হটাৎ সে এক ভয়ানক প্রাণীর সম্মুখিন হলো, যা লোকদের পথ আটকিয়ে রেখেছিলো। এ

অবস্থা দেখে সে বলল, 'আজই জানতে পারবো যাদুকর উত্তম না আলেম উত্তম।' এই বলে একটি পাথর হাতে নিয়ে সে বলল, 'হে আল্লাহ! যদি যাদুকরের চাইতে আলেম আপনার নিকট পছন্দনীয় হয়, তবে এই পাথরাঘাতে আপনি হিংস্র প্রাণীকে নিঃশেষ করে দিন, যেনো লোকজন চলাচল করতে পারে। যুবক পাথরটি জন্তুর প্রতি ছুঁড়ে মারলো। সাথে সাথে সেটা মারা গেলো। ফলে লোকজন আবার যাতায়াত শুরু করলো।

এরপর সে আলেমের কাছে এসে তাকে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলল। আলেম বলল, 'বৎস! আজ তুমি আমার থেকেও শ্রেষ্ঠ। তোমার মর্যাদা এই পর্যন্ত পৌঁছেছে যা আমি দেখতে পাচ্ছি। তবে শীঘ্রই তুমি পরিক্ষার সম্মুখিন হবে। যদি পরিক্ষার মুখোমুখি হও তবে আমার কথা গোপন রাখবে।'

এদিকে যুবক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করতে লাগলো এবং লোকদের সমুদয় রোগ-ব্যাধির নিরাময় করতে লাগলো। বাদশাহর পরিষদবর্গের একলোক অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তার ব্যাপারে জানতে পেরে সে বহু হাদিয়া-উপঢৌকন নিয়ে আসলো এবং তাকে বলল, 'তুমি যদি আমাকে আরোগ্য দান করতে পারো তাহলে এসব মাল আমি তোমাকে দিয়ে দিবো।' যুবক বলল, 'আমি তো কাউকে আরোগ্য দান করতে পারি না। আরোগ্য তো দান করেন একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা। তুমি যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার উপর ঈমান আনো তাহলে আমি তোমার আরোগ্যের জন্য দোয়া করবো, এতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তোমাকে আরোগ্য দান করবেন। লোকটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার উপর ঈমান আনলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাকে রোগ মুক্ত করে দিলেন।
অন্যান্য দিনের মতো লোকটা বাদশার দরবারে এসে বসলো। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কে তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছে? সে বলল, 'আমার পালনকর্তা।' এ কথা শুনে বাদশাহ তাকে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'আমি ছাড়া তোমার অন্য আর কোনো পালনকর্তা আছে কী?' লোকটা

বলল, 'আমার ও আপনার সকলের পালনকর্তাই হলেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা।

বাদশাহ তাকে পাকড়াও করে অবিরতভাবে শাস্তি দিতে লাগলো। অবশেষে সে ঐ যুবকের সন্ধান দিলো। যুবককে নিয়ে আসা হলো। বাদশাহ তাকে বলল, 'প্রিয় বৎস! তোমার যাদু এ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তুমি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকেও নিরাময় দান করতে পারো।' যুবক বলল, 'আমি কাউকে নিরাময় করতে পারি না। নিরাময় তো করেন একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা।

ফলে বাদশাহ তাকে শাস্তি দিতে লাগলো। অবশেষে সে এই আলেমের কথা বলে দিলো। বাদশার আদেশে আলেমকেও ধরে আনা হলো। তাকে বলা হলো, 'তুমি তোমার দ্বীন থেকে ফিরে আসো।' সে অস্বীকার করলো। ফলে তার মাথায় করাত রেখে তাকে দু'টুকরো করে দেওয়া হলো।

এরপর ঐ যুবকটিকেও আনা হলো। তাকে বলা হলো, 'তুমি তোমার দ্বীন থেকে ফিরে আসো।' সেও অস্বীকার করলো। বাদশাহ তাকে তার কিছু সহচরের হাতে অর্পন করে বলল, 'তোমরা তাকে অমুক পাহাড়ে নিয়ে যাও এবং তাকে সহ তোমরা পাহাড়ে আরোহণ করো। পর্বতশৃঙ্গে পৌঁছার পর সে যদি তার ধর্ম থেকে ফিরে আসে তো ভালো; নতুবা তাকে সেখান থেকে ছুঁড়ে মারবে।' তারা তাকে নিয়ে গেলো এবং পর্বতে আরোহণ করলো। তখন যুবক দোয়া করলো, 'হে আল্লাহ! তোমার যেভাবে ইচ্ছা তুমি আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করো।' ততক্ষণাৎ পাহাড় কেঁপে উঠলো। ফলে তারা পাহাড় হতে গড়িয়ে পড়লো। আর সে হেঁটে হেঁটে বাদশার দরবারে চলে এলো। এ দেখে বাদশাহ তাকে প্রশ্ন করলো, 'তোমার সাথীরা কোথায়?' সে বলল, ' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাকে তাদের ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা করেছেন।'

আবারো বাদশাহ তার কতিপয় সহচরের হাতে সমর্পণ করে বলল, 'তোমরা তাকে নিয়ে যাও এবং নৌকায় উঠিয়ে তাকে মাঝ সমুদ্রে ফেলে

আসো।' তারা তাকে সমুদ্রে নিয়ে গেলে সে আবার দোয়া করলো। ফলে ততক্ষণাৎ নৌকাটি তাদের সহ উল্টে গেলো। তারা সবাই ডুবে গেলো আর যুবক বাদশার দরবারে হেঁটে হেঁটে উপস্থিত হলো। এ দেখে বাদশাহ তাকে আবার প্রশ্ন করলো, 'তোমার সাথীরা কোথায়?' সে বলল, ' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাকে তাদের ষড়যন্ত্র হতে রক্ষা করেছেন।'

এরপর যুবক নিজেই বদশাহকে বলল, 'তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে না; যে পর্যন্ত তুমি আমার নির্দেশিত পথ অবলম্বন না করবে।' বাদশাহ বলল, 'সে আবার কী পথ?' যুবক বলল, 'একটি ময়দানে তুমি লোকদেরকে জমায়েত করো। এরপর একটি কাষ্ঠশূলিতে আমাকে উঠিয়ে আমার তীরদানী হতে একটি তীর নিয়ে সেটাকে ধনুকের মাঝে রাখো আর 'এই যুবকের রবের নামে' বলে আমার দিকে নিক্ষেপ করো। এমনটা করলেই তুমি আমাকে মেরে ফেলতে পারবে।

বাদশাহ তাই করলো। এই দৃশ্য দেখে রাজ্যের লোকজন সমস্বরে বলে উঠলো, 'আমরাও এই যুবকের রবের উপর ঈমান আনলাম।' বাদশাহ আরো বেশী রাগান্মিত হলো। রাস্তার দু'পাশে গর্ত খননকরে অগ্নি জ্বালানো হলো। এরপর বাদশাহ বলল, 'যে তার ধর্মমত বর্জন না করবে তাকে এই অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হবে।' অথবা সে বলল, 'ধর্মমত বর্জন না করলে সে যেনো এই অগ্নিকুন্ডে প্রবেশ করে।' লোকেরা দলে দলে অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এক মহিলা আগুনে ঝাঁপ দিতে ইতস্ততবোধ করছিলো। মহিলার কোলে একটা দুধের শিশু বাচ্চাও ছিলো। সে বাচ্চা মাকে বলল, আপনি আগুনে ঝাঁপ দিন, নিশ্চই আল্লাহ আপনার সাথে আছেন।[৭১]

এই দীর্ঘ ঘটনার দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে,

যে যুবক মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার জন্য হয়ে যায়,
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালাও তার জন্য হয়ে যান।

---

৭১. মুসলিম, আসসাহিত, কিতাবুল যুহদঃ ৭৪০১

তসবীহ'য়ের দানা

তসবীহ'য়ের সাথে আমরা মোটামুটি সবাই পরিচিত। সচরাচর আমাদের পকেটে তসবীহ না থাকলেও সবার বাসায় কিন্তু ঠিকই তসবীহ আছে। বর্তমানে ডিজিটাল তসবীহ'য়ের চাহিদা বাড়লেও একটা সময় আমরা সুতোয় গাঁথা দানার তসবীহ জপতাম। আমাদের দাদি/নানি পাঁচশত দানার তসবীহ একপাশ থেকে জপতে শুরু করতেন আর আমরা তাদের কোলে বসে অপর পাশ থেকে তা জপতে থাকতাম। আমি এখনও আম্মুর সাথে পাঁচশত দানার তসবীহ অপর পাশ থেকে জপতে থাকি। এতে অবশ্য আম্মু বিরক্ত হন; তবে মনে একধরণের প্রশান্তি লাভ করেন।

আচ্ছা সুতোয় গাঁথা তসবীহ আমরা জপতে থাকলে একটার পর একটা আসতেই থাকে তাই না? যদিও এক'শ পাঁচ'শ এর একটা নীতি নির্ধারণী আছে; তবুও যদি কেউ টানতে থাকে তাহলে একটার পর একটা আসতেই থাকবে আসতেই থাকবে। আমরা যতক্ষণ টানবো ততক্ষণ-ই আসবে। যখন টানা বন্ধ করে দিবো তখন আর আসবে না।

আচ্ছা ধরুন, সুতোর একমাথা কেউ কেটে দিলো, তখন কি আর দানা আসবে? কিছুতেই না। বরং একটা একটা করে সব দানা গড়িয়ে নিচে পড়ে যাবে। কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

ঠিক তেমনিভাবে, দান-সদকাহ'য়ের বিষয়টা হচ্ছে আমাদের জন্য এমন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মানুষকে দান-সদকাহ করবো, ততক্ষণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদের আমল নামায় সাওয়াব ঢেলে দিবেন

সাথে সাথে মাল-সম্পদেও বরকত দিবেন। আর যখন আমরা দান-সদকাহ্ দেয়া বন্ধ করে দিবো, তখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালাও আমাদের আমল নামায় সাওয়াব দেয়া বন্ধ করে দিবেন এবং আমাদের মাল-সম্পদকেও সীমিত করে দিবেন।

আর যদি আমরা দান-সদকাহ'য়ের সাথে সাথে মানুষকে খোঁটা দেই, তাহলে সেই সুতোর একমাথা কেটে দেয়ার মতো অবস্থা হবে। আমাদের সব সাওয়াব গড়িয়ে নিচে পড়ে যাবে। আমল নামায় কিছুই আর বাকি থাকবে না।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাঁর পবিত্র কুরআনের মাঝে উল্লেখ করেন যে,

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

যারা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার রাস্তায় তাদের সম্পদ দান করে, অতঃপর তার যা ব্যয় করেছে তার পেছনে খোঁটা দেয় না এবং কোনো কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের কোনো ভয় নেই, আরা তারা চিন্তিত হবে না।[৭২]

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ۗ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ

উত্তম কথা ও ক্ষমা প্রদর্শন শ্রেয়, যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার থেকে। আর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা অভাবমুক্ত, সহনশীল।[৭৩]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ

---

৭২ সুরা বাকারা, আয়াত: ২৬২

৭৩ সুরা বাকারা, আয়াত: ২৬৩

وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

হে মুমিনগণ! তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদকাহ বাতিল করো না সে ব্যক্তির মতো, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাস করে না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ও শেষদিনের প্রতি। অতএব তার উপমা এমন একনি মসৃণ পাথর, যার উপর মাটি রয়েছে আর তাতে প্রবল বৃষ্টি হয়ে পরিষ্কার করে দিলো। তারা যা অর্জন করেছে তার মাধ্যমে তারা কোনো কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কাফির জাতিকে হেদায়েত দেন না।[৭৪]

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

আর যারা নিজ ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং ঈমান আনে না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি। আর শয়তান যার সাথী হয়; সাথী হিসেবে কতোই-না নিকৃষ্ট সে।[৭৫]

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

যারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্যই রয়েছে তাদের রবের নিকট উত্তম প্রতিদান। তাদের কোনো ভয় নেই। তারা চিন্তিতও হবে না।[৭৬]

تمت بالخير

---

৭৪. সুরা বাকারা, আয়াত: ২৬৪

৭৫. সুরা নিসা, আয়াত: ৩৮

৭৬. সুরা বাকারা, আয়াত: ২৭৪

মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এমন এক বিশেষ নেয়ামত দিয়েছেন, যা অন্য কোন প্রাণীকে দেন নাই। সেটি হলো- মানুষের বিবেক। বিবেকের কারণেই মানুষ সমস্ত মাখলুকের উপর শ্রেষ্ঠ। বিবেকের এক বিশেষ দাবী হলো- চিন্তা করা, ফিকির করা, আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ভাবা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষদেরকে সম্বোধন করে বারবার চিন্তাভাবনার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, উৎসাহ প্রদান করেছেন।
বিবেকের অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় হলো- লজিক বা যুক্তি। অনেক ক্ষেত্রে সহজ একটা বিষয়কেও বিবেক মেনে নিতে চায় না; কিন্তু যখন তার সামনে লজিক উপস্থাপন করা হয়, তখন সে সহজেই মেনে নেয়। ত্যাঁড়ামির কারণে মেনে না নিলেও চুপ থাকতে বাধ্য হয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজের একত্ব, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে গিয়ে মুশরিকদেরকে বহু যুক্তি ও লজিক দিয়েছেন। সুতরাং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না- যুক্তি বা লজিক দিয়ে কোন ভালো বিষয়কে সহজে উপস্থাপন করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এক অন্যতম সুন্নাহ। সেই সুন্নাহ অনুসরন করেই কয়েকটি লজিক্যাল গল্পের মাধ্যমে সহজে বোধগম্য করা হয়েছে দ্বীন-ইসলামের বহু বিষয়। দুই মলাটে আবদ্ধ সেই গল্পগুলোর সমষ্টিই- "লজিক্যাল মাইন্ড"।
বাকি আলাপ পরে হবে। এবার মলাট খুলে দেখা যাক...

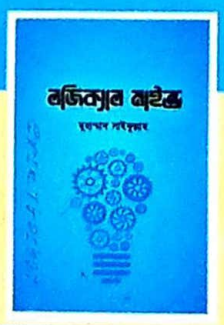

নবীন প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার ১ম তলা, বাংলাবাজার-ঢাকা।
মোবাইল : ০১৮৭৫-৭১৮৬৫৬

Cover ▪Haque's Design ▪01714271404